ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-11 ■ 15 October, 2025 ■ আগরতলা ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ২৮ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিহারে নির্বাচন নিয়ে

প্রি-সার্টিফিকেশন ছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ ঃ কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর ।। আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচন এবং অন্যান্য রাজ্যে অনুষ্ঠিতব্য উপনির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের জন্য কড়া নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন।

এক বিবৃতিতে কমিশন জানিয়েছে, ইন্টারনেটভিত্তিক যেকোনো ওয়েবসাইটে, যার মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াও অন্তর্ভুক্ত, প্রি-সার্টিফিকেশন ছাড়া কোনো রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাবে না। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মিডিয়া সার্টিফিকেশন অ্যান্ড মনিটরিং কমিটি-র কাছ থেকে প্রাক-প্রত্যয়ন না পেলে বিজ্ঞাপন প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই কমিটিগুলি জেলা ও রাজ্য স্তরে গঠিত হয়েছে এবং

নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী কাজ করবে।

কমিশন আরও জানিয়েছে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব বিবেচনায় রেখে, মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় প্রার্থীদের তাদের প্রামাণিক সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের তথ্য দিতে হবে।

এছাড়া, সমস্ত রাজনৈতিক দলকে জানানো হয়েছে যে, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া মারফত প্রচারে যে ব্যয় হবে, তার বিস্তারিত হিসাব ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার ৭৫ দিনের মধ্যে কমিশনের কাছে জমা দিতে হবে।নির্বাচনী নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই উদ্যোগ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মাঝ আকাশে পাখির ধাক্কা

দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল কলকাতা গামী ইন্ডিগো বিমান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। আজ দুপুরে আগরতলা থেকে কলকাতাগামী ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের একটি বিমান মাঝ আকাশে বিপত্তিতে পড়ে। সূত্রে জানা গেছে, ইন্ডিগো ফ্লাইট নম্বর ৬ই — ৯২০৩ দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরেই বিমানের বাম দিকের ইঞ্জিনে একটি পাখি ধাক্কা দেয়।

ঘটনার জেরে পাইলট তাৎক্ষণিকভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে বিমানটি পুনরায় এমবিবি বিমানবন্দরে ফিরিয়ে আনেন। বিমানের জরুরি অবতরণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়, এবং তাতে সমস্ত যাত্রী ও ক্রু সদস্য নিরাপদে রয়েছেন বলে এয়ারলাইন্স সূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ঘটনার পর বিমানটিকে রক্ষণাবেক্ষণ পরীক্ষার জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে, এবং ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা নির্ধারণে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই ঘটনার কারণে বিমানবন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রমে কোনো প্রভাব পড়েনি, এবং অন্যান্য ফ্লাইট নির্ধারিত সময়ে চলাচল করছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে জেপি নাড্ডার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। আজ নয়াদিল্লিতে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাস্থ্যখাতে চলমান ও আসন্ন প্রকল্পগুলির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং কেন্দ্রের সহায়তা কামনা করেন।

এদিনের বৈঠকে বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ন বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে - ধলাই জেলার কুলাই এলাকায় পিপিপি মডেলে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা।

আগরতলায় একটি তৃতীয় স্তরের চক্ষু হাসপাতাল স্থাপন। অঙ্গ প্রতিস্থাপন পরিষেবার জন্য ইমিউনোলজি ল্যাব স্থাপন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে।

এছাড়াও এদিনের সাক্ষাৎকারে এজিএমসি -র সুপার স্পেশালিটি ব্লকের জন্য উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা -এর অধীনে বকেয়া দাবি নিষ্পত্তির জন্য অতিরিক্ত তহবিলের আবেদনও করেন বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই প্রকল্পগুলি কার্যকর হলে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং গ্রামীণ ও সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের চিকিৎসা সুবিধা আরও সহজলভ্য হবে।

বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার ও ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ ভোরে আর.কে. নগর পঞ্চায়েত টিলা থেকে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার ও ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে বোধজং নগর থানার পুলিশ। সাথে এক মাদক বিক্রেতাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) প্রশান্ত কুমার দে।

ওসি জানান, উদ্ধার হওয়া

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত বাইক আরোহী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৪ অক্টোবর।। আবারও সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার দুপুরে সালগর বাইপাস সংলগ্ন চন্দ্রনগর চৌমুহনী এলাকায় একটি বিদ্যুৎচালিত টমটম ও মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হন এক বাইক আরোহী।

ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কালীটিলার জঙ্গল থেকে উদ্ধার নিখোঁজ মহিলার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। চারদিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর আমতলী নওয়াবাদী কালীটিলার জঙ্গল থেকে বিশাখা সরকারের(৩১) মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় খুনের অভিযোগ তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ মহিলার সহকর্মী লক্ষ্মী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, যদিও সে পলাতক বলে খবর। অভিযোগ সামান্য টাকার জন্য তাকে বেঁধে মারধর করা হয়েছিল, তারপর থেকেই নিখোঁজ ওই মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছিল বোধজংনগর থানা এলাকায়।

উল্লেখ্য, গত ১১ অক্টোবর সকালে আরকে নগর এলাকার কালীটিলা এলাকার শ্রমজীবী মহিলা কর্মী বিশাখা সরকার(৩২) কে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে এলাকায়ই লক্ষ্মী বিশ্বাস মালিকের বাড়িতে যান। সেখানে হাত পা বেঁধে মারধর করা হয় তাকে। এরপর থেকে বিশাখা সরকারের খোঁজ পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন জায়গায় অনেক খোঁজ করেও পরিবারের লোকজন এবং এলাকাবাসী বিশাখা সরকারকে উদ্ধার করতে পারেনি। পরিবারের লোকজন বাধ্য হয়ে আরকে নগর থানায় ঘটনার বিবরণ লিখে অভিযোগ দায়ের করে। এরপর গত তিনদিন চলে গেলেও নিখোঁজ মহিলার উদ্ধার হয়নি। অভিযোগ, কাজের প্রাপ্য ১৫০০ টাকা থেকে নিয়ে যায় কিন্তু সে টাকা বিশাখা সরকারকে না দিয়ে নিজেই আত্মসাৎ করেন। এই টাকা ফিরিয়ে দিতে বলায় মহিলার উপর দৈহিক আক্রমণ ও অপহরন করা হয়। এ ঘটনা এলাকার সকলেই জানতে পারেন। এতে এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এলাকাবাসী লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়ে দেখতে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধায়ক বীরজিৎ-এর সিপিএমকে নিয়ে কুমন্তব্য ঘিরে সরগরম রাজনৈতিক মহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৪ অক্টোবর।। কৈলাসহরের রাজনৈতিক ময়দান যেন কু-কথার রঙ্গমঞ্চে পরিণত হচ্ছে। একের পর এক রাজনৈতিক নেতাদের মুখ থেকে অন্য রাজনৈতিক দলের নেতা এবং সংগঠনের প্রতি কু-কথার লাইন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে কৈলাসহরে নতুন করে সংযোজিত হয়েছে বিধায়ক বিরজিত সিনহার বক্তব্য। তাদেরই জোটসঙ্গী সিপিআইএম দলের অঞ্চল কমিটিকে " ডগ " বলে সম্বোধন করে নজিরবিহীন বিতর্কের সৃষ্টি করলেন কংগ্রেস বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা রাজ্যে বাম কংগ্রেস জোট ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করেছিল। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক শত্রুতা ভুলে সিপিআইএম ও কংগ্রেস দলের কর্মীরা একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ৫৩কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়াই করে রেকর্ড সংখ্যক ভোটে জয়ী হয়েছিলেন বিরজিত সিনহা। যা ১৯৭২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে প্রথমবার এত বেশি ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থী বিরজিত সিনহা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৫৩ কৈলসহরে বিধানসভা কেন্দ্রে সে সময় অবশ্য বামপন্থীদের প্রতি কংগ্রেস নেতারা কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর আবারও বাম কংগ্রেস একসাথে জোট বাঁধে। সাধারণ মানুষও এই জোটের প্রতি আস্থা রেখে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একমাত্র কৈলাসহরের গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতি বাম কংগ্রেসের হাতে তোলে দেয়। যদিও এককভাবে আটটি আসন পেয়ে কংগ্রেস একাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরে দুই দলের মধ্যে তিক্ততা তৈরি হয়। বামেরা অভিযোগ করে, কংগ্রেস এক প্রকার বামেদের পাত্তা না দিয়ে এককভাবে পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করে। তখন থেকে দুই দলের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হওয়া শুরু হয়।

এই সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে গেছে, গত কয়েকদিন পূর্বে কৈলাসহরের ইয়াজেখাওরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কংগ্রেসের এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। অভিযোগ, সেই যোগদান সভায় নাকি বিধায়ক বিরজিত সিনহা বামেদের এলসি-কে ডগ বা কুকুর বলে আখ্যায়িত করেছেন। শুধু তাই নয়, তারা আরো অভিযোগ করে বলেন, সিপিআইএম দলের প্রাক্তন মহকুমা সম্পাদক এবং বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্য বিশ্বরূপ গোস্বামীকে টেঙ্গরা গোস্বামী এবং পিস্তল গোস্বামী বলেও কটাক্ষ করেছেন বিরজিত সিনহা। উনি আরও গুরুতর অভিযোগ করেন যে, বিরজিত সিনহাকে প্রানে মেরে ফেলার জন্য বিশ্বরূপ গোস্বামী দুইটি পিস্তল এনেছিলেন। পরবর্তী সময়ে পুলিশকে বলার পর বিশ্বরূপ গোস্বামীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিলো বলেও জানান বিধায়ক বিরজিত সিনহা।

এছাড়াও বিধায়ক জানান যে, ২০২৩ সালের বিধানসভা ভোটের সময় সিপিআইএম দলের কর্মী সমর্থকদের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু সিপিআইএম দলের নেতারা সেই টাকা খরচ না করে নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছিলো। কিন্তু ভোটের পর দলের কর্মী সমর্থকরা জানার পর দলের মধ্যে ক্ষোভ তৈরী হয়েছিলো। সেই ক্ষোভ প্রশমিত করতে সিপিআইএম দলের নেতারা পঞ্চাশ হাজার টাকা বিরজিত সিনহাকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেও বিরজিত সিনহা সেই টাকা গ্রহন করেননি বলেও বিরজিত সিনহা নিজেই জানান।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা থেকে বিদায় নিয়েছে বর্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। ত্রিপুরা থেকে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষা বিদায় নিয়েছে। স্বাভাবিক সময়ের কাছাকাছি তা বিদায় নিয়েছে। মৌসম বিভাগ এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছে। এর প্রভাবে গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের শুষ্ক আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, আজ ত্রিপুরায় আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বিদায় নিয়েছে। গত বছর একই দিনে বর্ষা বিদায় নিয়েছিল। তার প্রভাবে গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় শুল্ক আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর এলাকা থেকে নরকঙ্কাল উদ্ধার, তদন্তে ফরেনসিক টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। জনবহুল এলাকা থেকে নরকঙ্কাল উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ও ফরেনসিক টিম।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শহর সংলগ্ন বিদ্যাসাগর ইন্দিরা কলোনি এলাকায় জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়ে স্থানীয়রা এই নরকঙ্কালটিকে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে কলেজটিলা ফাঁড়ির পুলিশ এবং পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ যৌথভাবে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে। ছুটে আসে ফরেনসিক টিম, তারাও ওই নরকঙ্কালটির পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে।

ঘটনার বিবরণে পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, কঙ্কালটি একটি পুরুষের বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এলাকায় কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ হওয়ার খবর নেই। আরো আশ্চর্যজনক বিষয় হল, প্রধান রাস্তা থেকে প্রায় ১০০ মিটার ভেতর থেকে এই নরকঙ্কালটি উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু তারপরেও মৃতদেহ পচনের কোনো গন্ধ এদিন পাননি এলাকাবাসীরা। ফলে এই নরকঙ্কালটি কতদিন ধরে এখানে রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ফরেনসিক রিপোর্ট পাওয়া মাত্রই কঙ্কালের পরিচয় এবং মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

সাত সকালে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, আশঙ্কা খুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। সাতসকালে তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট নৌকাঘাট সংলগ্ন এলাকায় এক যুবকের রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে তীব্র চাঞ্চল্য। পরিবারের অভিযোগ, ওই যুবককে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার বেহাল অবস্থায় ক্ষোভ ইন্দিরানগরে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ১৪ অক্টোবর।। অবশেষে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটালো এলাকাবাসী। আন্তর্জাতিক মানের রাস্তা তৈরির কাজ ধীরগতিতে চলায় মেলাঘর থেকে সোনামুড়া মূল সড়কের ইন্দিরানগর এলাকায় আজ সকাল থেকে স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধে নামে। ফলে ওই রাস্তায় কিছুক্ষণ যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে।

অভিযোগ, সোনামুড়া থেকে বটতলী বাজার পর্যন্ত রাস্তার কিছু অংশে পিচ দেওয়া হলেও, বটতলী থেকে মেলাঘর ইন্দিরানগর সরদারবাড়ি মসজিদ সংলগ্ন অংশে রাস্তার কাজ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর কলেজে উত্তেজনা

অসামাজিক কাজের অভিযোগ ঘিরে সংঘর্ষে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ অক্টোবর।। ধর্মনগর কলেজে মঙ্গলবার দুপুরে এক ছাত্রের বিরুদ্ধে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

সূত্রে জানা যায়, যুব কংগ্রেসের উত্তর জেলা সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে কলেজের বিভাগ বন্ধ হওয়ার পর এক ছাত্রীকে নিয়ে কলেজের ছাদে অসামাজিক কাজে লিপ্ত ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনাটি কলেজের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের নজরে আসতেই পরিস্থিতি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সাংসদ বিপ্লবের

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর।। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

আজ এই সাক্ষাৎ পর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ ও নগরোন্নয়ন খাতে চলমান বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়।

সাংসদ বিপ্লব দেব সামাজিক

মাধ্যমে জানান, বৈঠকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় 'লাইটহাউস প্রজেক্ট'-এর অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে। ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর আবাসন নির্মাণের কাজ চলছে। পাশাপাশি, রাজ্যের শহর উন্নয়ন সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্প এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও বিশদে আলোচনা হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা, ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ ইং
২৮ আশ্বিন, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চায় ভারত

ভারত তার যেকোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি কামনা করে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সহ যেকোনো উন্নয়নে ভারত সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে প্রস্তুত। অবশ্য সেক্ষেত্রে সম মনোভাবাপন্ন দেশ হই ভারতের একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু হইতে পারে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ চিরকালই ভারতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য লক্ষ লক্ষ ভারতীয় জীবন উৎসর্গ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে ভারতের সেনাবাহিনী এবং ভারতের জনগণের ভূমিকা অনস্বীকার্য্য। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করিলেও পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের উপর চাপ অব্যাহত রাখিয়াছে। এমনকি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করিবার চক্রান্তে দীর্ঘদিন ধরিয়া লিপ্ত রহিয়াছে পাকিস্তান। বিলম্বে হইলেও ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের চিজ ধরাইবার প্রয়াস খানিকটা সফল করিয়াছে পাকিস্তান। বাংলাদেশের একাংশ নাগরিক কে বিভ্রান্ত করিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে তাহারা অস্বীকার করিতে চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছে। এমনকি বাংলাদেশের মুক্তিদাতা শেখ মুজিবুর রহমানের সুকন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রাণে মারার ভয় দেখাইয়া দেশ থেকে বিতারণ করিয়াছে। ভারত সরকার শেখ হাসিনাকে ভারতে সাদরে আশ্রয় দিয়েছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার নানাভাবে ভারতের বিরুদ্ধে আচরণ করল ভারত বাংলাদেশের জনগণের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। বাংলাদেশে পুনরায় একটি সুষ্ঠু সরকার গড়িয়া উঠুক সেটাই ভারতের প্রত্যাশা।

বাংলাদেশে সমস্ত রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচনই চায় নয়াদিল্লি। নির্বাচনের পর যারাই ক্ষমতায় আসুন নয়াদিল্লি তাহাদের সঙ্গে মিত্র সুলভ স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে আগ্রহী। বাংলাদেশ পরিস্থিতিতে উদ্বেগের মধ্যেও ভারত সরকার এই বার্তা দিয়াছে। বি এন পি নেতা তারেক রহমানের যাবতীয় অভিযোগ খন্ডন করিয়াছে নয়াদিল্লি।দিল্লির কুটনৈতিক মহলের আশঙ্কা বাইডন প্রশাসনের আমল থেকে যেভাবে মার্কিন প্রশাসন খালেদা জিয়া, তারেক রহমানদের দল বি এন পি ও অতি অবশ্যই জামাতে ইসলামিকে ক্ষমতায় আনিবার চেষ্টা চালাইতেছে , তাহা ট্রাম্প প্রশাসনও একই নীতি বহাল রাখিয়াছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করিয়া তাহাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখিয়া যদি প্রহসনমূলক নির্বাচনের রাস্তা নেওয়া হয়, তাহাতে যে নয়াদিল্লির সমর্থন থাকিবে না তাহাও স্পষ্ট করা হইয়াছে। বাস্তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারতের অবদান ও ইন্দিরা গান্ধীর আমল থেকে নেওয়া বাংলাদেশ নীতিই অনুসরণ করিয়াছে মোদী সরকার, এই সুত্রেই শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতা-মন্ত্রীকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। এখান থেকে যে নয়াদিল্লি সরিতেছে না তাহার বার্তাও

দেওয়া হইয়াছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্থানপন্থী মুসলিম মৌলবাদী শক্তিরউত্থান যে নয়াদিল্লির কাছে উদ্বেগের বিষয় তাহা স্পষ্ট ভাবেই জানানো হইয়াছে। নয়াদিল্লি শেখ হাসিনা সরকারের উৎখাত ও ইউনুসের তদারকি সরকারের পিছনে যে বিদেশী শক্তির হাত রহিয়াছে এই তথ্যকে বাস্তব মনে করে। মানবিক মনোভাব থেকেই শেখ হাসিনাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে।ভারত সরকার বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতা বিরোধী ও পাকিস্থানপন্থী শক্তির উত্থানে যে বেজায় চিন্তায় তাহা বার বার ফুটিয়া উঠিয়াছে। শেখ হাসিনাকে প্রত্যার্পনের যে দাবি ঢাকায় তদারকি সরকার করিতেছে তাহা যে মানা হইবে না তাহা স্পষ্ট করিয়াছেন ভারত সরকারের বিদেশ দপ্তরের কর্তারা।

বাংলাদেশে ভারত বিরোধী শক্তির ঘাঁটি তৈরি করিবার কোন চেষ্টাও যে নয়াদিল্লি বরদাস্ত করিবে না তেমনই মনোভাব মোদী সরকার পোষন করিয়াছে।, তবে সকলের অংশগ্রহণের মধ্যে সুষ্ঠ-অবাধ নির্বাচনে জয়ী দলের সরকারের সঙ্গে নয়াদিল্লি এ সহযোগিতা করিবে তাহাও নিশ্চিত করা হইয়াছে।

জুবিন গার্গের মৃত্যু তদন্তে "কৃতিত্বের রাজনীতি" করছে সরকার: হিমন্তকে আক্রমণ গৌরব গগৈয়ের

গোলাঘাট, ১৪ অক্টোবর : আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও যোরহাটের সাংসদ গৌরব গগৈ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে জুবিন গার্গের মৃত্যু তদন্ত নিয়ে 'কৃতিত্ব দাবি করার রাজনীতি' করার অভিযোগ এনেছেন। মঙ্গলবার বোকাশাট ব্লক কংগ্রেস কমিটির এক সাংগঠনিক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে গগৈ বলেন, "জুবিন গার্গের মতো জনপ্রিয় শিল্পীর মৃত্যুর ঘটনায় সরকার ন্যায়বিচারের চেয়ে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার দিকেই বেশি মনোনিবেশ করেছে।"

তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য ও আচরণে বিজেপির সেই পুরনো কৃতিত্ব-লোভী রাজনীতির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। আদালতের মাধ্যমে স্বাভাবিক তদন্ত প্রক্রিয়াকে এগোতে দেওয়ার বদলে, তিনি নিজেই সার্টিফিকেট দেওয়ার চেষ্টা করছেন।"

বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) এখনও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছিলেও মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক মন্তব্য তদন্তের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বলেও দাবি করেন গগৈ। তার কথায়, "যখন কোনও চলমান তদন্ত নিয়ে সরকারের প্রধান মন্তব্য করেন, তখন সেটি তদন্তের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে। রাজ্যের মানুষ উদ্বিগ্নরাজনীতির গতি কোনদিকে যাচ্ছে।"

গগৈ স্পষ্ট বলেন, প্রকৃত বিচার কেবল তখনই সম্ভব যখন আদালত অপরাধীদের বিরুদ্ধে চার্জ ও শাস্তি নির্ধারণ করবে। তিনি সতর্ক করে দেন, "তার আগে সরকারকে উচিত বিষয়টিকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার না করা এবং নৈতিক কৃতিত্ব নেওয়া থেকে বিরত থাকা। জুবিন গার্গ কেবল একজন গায়ক ছিলেন নাতিনি ছিলেন আসামের কণ্ঠস্বর। তিনি রাজনীতি নয়, ন্যায়বিচার প্রাপ্য।"

এদিন গগৈ জনগণকে ধৈর্য্য ধরার ও বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান। তিনি এসআইটি-এর কাছে দাবি করেন, তারা যেন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং কোনও রাজনৈতিক চাপ ছাড়াই তদন্ত চালিয়ে যায়।

গগৈ আরও বলেন, বিজেপি সরকার আসামে সংবেদনশীল ইস্যুগুলিকে শাসনের পরিবর্তে আত্মপ্রচারের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করছে। তাঁর মন্তব্য, "এই ধরনের রাজনীতি মানুষের প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বিশ্বাস নষ্ট করে। আসামের প্রাপ্য এর চেয়েও ভালো।"

উল্লেখ্য, জুবিন গার্গের মৃত্যুর তদন্ত নিয়ে গোটা রাজ্যে জোর রাজনৈতিক বিতর্ক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে চরম চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে গগৈর মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল।

ইন্টারনেটের আসল আবিষ্কারক কে

কাজী আকাশ

ইন্টারনেট কে আবিষ্কার করেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেশ কঠিন। বৈদ্যুতিক বাতি বা টেলিফোনের আবিষ্কার হিসেবে যেমন শুধু একজনের নাম বলা যায় না, তেমনি ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও একজনের নাম বলা কঠিন।

যেকোনো মহান আবিষ্কারের পেছনে অনেক মানুষের অবদান থাকে। ইন্টারনেটের গল্পটিও ঠিক সেরকম। এটি কোনো একজন ব্যক্তির সাধনার ফল নয়। অনেক বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারের কয়েক দশকের সম্মিলিত চেষ্টার ফসল ইন্টারনেট। আজ আমরা যে ইন্টারনেট ব্যবহার করি, তার পেছনে আছেন অনেক কারিগর। চলুন, সেই গল্পটা শোনা যাক।

ইন্টারনেটের কথা উঠলেই যে নামটি সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়, তিনি ব্রিটিশ কম্পিউটার বিজ্ঞানী স্যার টিম বার্নার্স লি। তবে তিনি কিন্তু পুরো ইন্টারনেট আবিষ্কার করেননি। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব। এটি বর্তমানের ইন্টারনেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মাত্র।

১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে তিনি এই ধারণাটি প্রস্তাব করেন। তখন তিনি সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত ইউরোপীয় আণবিক গবেষণা সংস্থা সার্নে কর্মরত ছিলেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের জন্য তথ্য আদান-প্রদান সহজ করা। এই লক্ষ্যেই তিনি HTML– HTTP ও URL-এর মতো প্রযুক্তিগুলো তৈরি করেন। এগুলো আজও ওয়েবের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। তিনিই বিশ্বের প্রথম ওয়েব ব্রাউজার তৈরি করেন। ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর তিনি বিশ্বের প্রথম ওয়েবসাইট info.cern.c চালু করেন। তবে বার্নার্স লি নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর ব্যবহৃত হাইপারটেক্সট ও ইন্টারনেটের মতো বেশিরভাগ প্রযুক্তি আগে থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। তিনি শুধু সেগুলো সফলভাবে একত্রিত করে একটি নতুন রূপ দেন। মজার ব্যাপার হলো, নিজের এই সৃষ্টি নিয়ে বার্নার্স-লি এখন বেশ চিন্তিত। তিনি মনে করেন, তাঁর আবিষ্কার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ২০১৮ সালের ফেসবুক-কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা ডেটা কেলেঙ্কারির পর তিনি এই বিষয়টি উপলব্ধি করেন। তিনি দেখেন, ওয়েব এখন ভালো-মন্দ উভয় কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি ভুল তথ্য ছড়ানোর একটি বড় মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

ওয়েবের পেছনের কারিগরেরা

টিম বার্নার্স লি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব তৈরি করেন। কিন্তু এর ভিত্তি তৈরি করেছিলেন অন্য বিজ্ঞানীরা। চলুন, তাঁদের কয়েকজনের কথা জেনে নিই।

জেসিআর লিকলাইডার- ইন্টারনেটের স্বপ্নদ্রষ্টা বলা হয় মার্কিন মনোবিজ্ঞানী ও কম্পিউটার বিজ্ঞানী জেসিআর লিকলাইডারকে। ১৯৬২ সালে তিনি 'গ্যালাকটিক নেটওয়ার্ক' নামে একটি ধারণা দেন। তিনি এমন এক বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কের স্বপ্ন দেখেন, যেখানে সবাই যেকোনো জায়গা থেকে তথ্য ও প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি বা ডারপাতে কাজ করার সময় তিনি এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যান।

লিওনার্ড ক্লেইনরক- মার্কিন কম্পিউটার বিজ্ঞানী লিওনার্ড ক্লেইনরক ১৯৬১ সালে 'প্যাকেট সুইচিং' তত্ত্বের জন্ম দেন। এটি আধুনিক ইন্টারনেটের মূল ভিত্তি। তাঁর তত্ত্ব অনুসারে, তথ্যের ছোট ছোট 'প্যাকেট' পাঠিয়ে কম্পিউটারগুলো একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। এ বিষয়ে ১৯৬৪ সালে তিনি একটি বই প্রকাশ করেন। এই ধারণাই আধুনিক ইন্টারনেট ডেটা ট্রান্সফারের ভিত্তি। পল ব্যারান-

পোলিশ- আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার পল ব্যারান একটি বিকেন্দ্রীভূত নেটওয়ার্কের প্রস্তাব দেন। মানে এর কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বিন্দু থাকবে না। ১৯৬০-এর দশকে তিনি মার্কিন বিমান বাহিনীর জন্য এই ধারণাটি তৈরি করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, নেটওয়ার্কের কোনো অংশ শত্রুর আক্রমণে ধ্বংস হলেও বাকি অংশ সচল থাকবে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না।

লরেন্স রবার্টস- মার্কিন বিজ্ঞানী লরেন্স রবার্টস ডারপার প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ব্যারান ও ক্লেইনরকের ধারণাগুলোকে একত্রিত করেন। এর মাধ্যমে তিনি একটি কার্যকরী নেটওয়ার্ক তৈরি করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি প্রকাশ করেন 'আরপানেট' পরিকল্পনা। এই আরপানেটকেই ইন্টারনেটের পূর্বসূরি বলা হয়। ১৯৬৯ সালের ২৯ অক্টোবর এর মাধ্যমে প্রথম বার্তা আদান-প্রদান হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এই যোগাযোগ সম্পন্ন হয়।

ভিন্ট সার্ফ ও রবার্ট কান দুই মার্কিন কম্পিউটার বিজ্ঞানী ভিন্ট সার্ফ ও রবার্ট কাননর্দার্ন ভার্জিনিয়া ম্যাগাজিন- এই দুজন মার্কিন কম্পিউটার বিজ্ঞানীকে 'ইন্টারনেটের জনক' বলা হয়। তাঁরা যৌথভাবে TCP/IP তৈরি করেন। এটি এক ধরনের সার্বজনীন নিয়ম বা ভাষা। এই ভাষা ব্যবহার করেই ভিন্ন ভিন্ন নেটওয়ার্কের কম্পিউটারগুলো একে অপরের সঙ্গে কথা বলে। এটি ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৩ সালের ১ জানুয়ারি আরপানেট আনুষ্ঠানিকভাবে TCP/IP ব্যবহার শুরু করে। এই দিনটিকেই অনেকে ইন্টারনেটের জন্মদিন হিসেবে পালন করেন।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, ইন্টারনেট কোনো একজন ব্যক্তির একক আবিষ্কার নয়। এটি কয়েক দশক ধরে বহু মেধাবী মানুষের স্বপ্ন, শ্রম এবং সহযোগিতার এক সম্মিলিত ফল।

জেসিন্ডা আরডার্ন

বিশ্ব কি তাঁকে ভুলে যাবে

কাজী আলিম-উজ-জামান

২০১৯ সালের ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে হামলার পর মাথায় ওড়না দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে সান্ত্বনা দেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা- রাজনীতি এমন এক মঞ্চ, যেখানে নেতারা আসেন, প্রভাব বিস্তার করেন, আর একদিন সরে দাঁড়ান। কিন্তু কিছু নেতা থাকেন মানুষের স্মৃতিতে, তাঁদের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যের কারণে। জেসিন্ডা আরডার্ন ঠিক এমন একজন, যিনি নেতৃত্বে এনেছিলেন নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি, যাতে মিশে ছিল সহানুভূতি, সাহস আর মানবিকতা।

২০১৭ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত জেসিন্ডার শাসনকাল শুধু নিউজিল্যান্ড নয়, পুরো বিশ্বরাজনীতির জন্যও এক অনন্য অধ্যায় হিসেবে ইতিহাসে খোদিত হয়েছে। এখন নিউজিল্যান্ডের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী তেমন আলোচনায় নেই। আছেন স্বামী ক্লার্ক গেফোর্ড, একমাত্র কন্যা ও লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ততায়; নিজের দেশ নিউজিল্যান্ড ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে সময় কাটাচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, যদি আড়ালে থাকেন, তাহলে কি আমরা এই মহিয়সীকে ভুলে যাব?

আমরা চাইলেও জেসিন্ডাকে ভুলতে পারব না। কারণ, এ বছরের জুনে প্রকাশিত হয়েছে আরডার্নের স্মৃতিকথা 'আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অব পাওয়ার'। আর এখন সেই বই নিয়েই চলছে আলোচনা, যেখানে তিনি নিজের নেতৃত্ব, চ্যালেঞ্জ ও অভিজ্ঞতার গল্প ব্যক্ত করেছেন। যেভাবে মানস গড়ে উঠেছিল জেসিন্ডার নিউজিল্যান্ডের ৪০তম প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডার্নের জন্ম হ্যামিলটনের ওয়াইকাতোতে, ১৯৮০ সালের ২৬ জুলাই। সেই হিসাবে তাঁর বয়স এখন ৪৫ বছর। পুলিশ বাবার সন্তান, বেড়ে ওঠা চার্চের তত্ত্বাবধানে। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি নিউজিল্যান্ড লেবার পার্টিতে যোগ দেন। ইউনিভার্সিটি অব ওয়াইকাতো থেকে লেখাপড়া শেষ করে তখনকার প্রধানমন্ত্রী হেলেন কেলারের দপ্তরে একজন গবেষক হিসেবে যোগ দেন। সারা জীবন এই হেলেন কেলারকেই আদর্শ মেনে এসেছেন জেসিন্ডা।

জেসিন্ডা আরডার্ন ২০০৮ সালে প্রথম এমপি হন পিআর পদ্ধতিতে। তাঁর রাজনীতিতে উত্থানের গল্পটা বেশ চমকপ্রদ। অ্যানেট কিং সরে দাঁড়ালে ২০১৭ সালের ১ মার্চ আরডার্ন সর্বসম্মতভাবে লেবার পার্টির উপপ্রধান নির্বাচিত হন। এর পাঁচ মাস পর আসে সাধারণ নির্বাচন। লেবার পার্টির তখনকার নেতা অ্যান্ড্রিউ লিটলের সরে না দাঁড়ানোর কোনো উপায় ছিল না। কারণ, তাঁর জনপ্রিয়তার পারদ কেবল নিচে নামছিল। আরডার্ন দলের নেতা নির্বাচিত হতেই দলের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকল।

২০১৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হলেন এই 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট'। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৭ বছর। বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সী নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রেকর্ড গড়লেন।

সহানুভূতির রাজনীতি

জেসিন্ডার সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তাঁর সহানুভূতিশীল নেতৃত্ব। ২০১৯ সালের ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে হামলার পর সারা বিশ্বের চোখ ছিল নিউজিল্যান্ডের দিকে। আক্রমণের শিকার মুসলিম সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়িয়ে, মাথায় ওড়না পরে এবং চোখে অশ্রু ধারণ করে তিনি যে বার্তা দিয়েছিলেন, তা শুধু নিউজিল্যান্ড নয়, পুরো বিশ্ববাসীর হৃদয়ে অমোচনীয় ছাপ রেখেছিল। পার্লামেন্টে তাঁর ভাষণ শুরু হয়েছিল 'আসসালামু আলাইকুম' বলে। নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চ শহরের দুটো মসজিদে এক শ্বেতাঙ্গ হামলাকারীর গুলিতে ৫০ জনের বেশি মুসলিম নিহত হন। নিউজিল্যান্ডের মতো শান্তিপ্রিয় দেশে এমন নৃশংস ঘটনা পুরো বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। একইভাবে কোভিড-১৯ মহামারির সময় জেসিন্ডা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি অনলাইনে কথা বলেন। রাতের বেলায় ফেসবুক লাইভে এসে আশ্বাস দেন, উদ্বিগ্ন মানুষের আতঙ্কা দূর করেন। তাঁর এই সহানুভূতিনির্ভর রাজনীতি একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করে, যেখানে ক্ষমতা মানে শুধু কঠোরতা নয়, মানবিকতাও সমান জরুরি। মাত্র ৩৭ বছর বয়সে প্রধানমন্ত্রী হয়ে জেসিন্ডা দেখিয়েছেন, বয়স নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয়। দায়িত্ব নেওয়ার এক বছরের মধ্যে মা হয়েও তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। সংসদে সন্তানকে সঙ্গে আনা, মাতৃত্বকালীন ছুটি নেওয়াএসব কর্মকাণ্ড রাজনীতিতে নারীদের ভূমিকা নিয়ে প্রচলিত ধারণাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। তরুণ ও বিশেষ করে নারীদের কাছে তিনি অনুপ্রেরণার এক প্রতীক হয়ে ওঠেন। অপ্রত্যাশিত এক সিদ্ধান্ত ২০২৩ সালের শুরুতে জেসিন্ডা ঘোষণা দেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর ভাষায়, 'I know that I no longer have enough in the tank' অর্থাৎ তিনি আর নিজের ভেতর সেই শক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। এমন সৎ স্বীকারোক্তি আধুনিক রাজনীতিতে বিরল। অনেকে জেসিন্ডার এ সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করলেও অনেকে বলেছেন, এটিই তাঁর নেতৃত্বের স্বকীয়তা। ক্ষমতার জন্য ক্ষমতা নয়, দায়িত্ব পালনের জায়গায় সরে দাঁড়ানোর এই সৎ সাহসই তাঁকে বিশেষ করে তুলে ধরেছে। যদিও সমালোচকেরা বলেন, তিনি দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেন, তবু দলকে রক্ষার জন্য নিজেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত

নেন। সে সময় জীবনযাপনের ব্যয় বৃদ্ধি, লকডাউনে নানা বিধিনিষেধ মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছিল, এটা সত্যি।

নতুন জীবনের পথচলা

রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর পর জেসিন্ডা যুক্ত হন একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিভিন্ন ফেলোশিপে কাজ করছেন এবং নেতৃত্বের নতুন ধারণা নিয়ে গবেষণা করছেন। পাশাপাশি নিজের প্রতিষ্ঠিত 'ক্রাইস্টচার্চ কল'-এর মাধ্যমে অনলাইনে ঘৃণাত্মক বক্তব্য প্রতিরোধের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আর্থশট প্রাইজের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে তিনি পরিবেশ সুরক্ষায়ও সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন। জেসিন্ডা আরডার্নের স্মৃতিকথা এবার জেসিন্ডার বই নিয়ে আলোচনা করা যাক। 'আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অব পাওয়ার' শুধু একটি আত্মজীবনী নয়; এটি একসঙ্গে নেতৃত্বের দর্শন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার খোলা জানালা এবং ক্ষমতা ব্যবহারের নতুন এক ব্যাখ্যা। রাজনীতি থেকে অবসরের পর জেসিন্ডা এ বইয়ে নিজের পথচলার গল্প বলেছেন খোলামেলা, সৎ ও মানবিক ভাষায়, যা পাঠককে অন্তর্দৃষ্টি ও অনুপ্রেরণা উভয়ই দেয়। জেসিন্ডা তাঁর বইয়ে স্পষ্ট করেছেনরাজনীতি বা ক্ষমতা তাঁর কাছে কখনোই আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যম ছিল না। তিনি ক্ষমতাকে দেখেছেন দায়িত্বের জায়গা থেকে। তাঁর মতে, নেতৃত্ব মানে শুধু আদেশ দেওয়া নয়, বরং এটি হলো সবার নিরাপত্তা, সম্মান ও ন্যায্যতার জন্য কাজ করা। বইয়ে জেসিন্ডা বারবার বলেছেন, সহানুভূতি কখনো দুর্বলতা নয়; এটি একধরনের শক্তি। কোভিড—১৯ মহামারির সময় তিনি নিয়মিত জনগণের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন, তাঁদের ভয় কমাতে ও আশ্বাস দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'মানুষের পাশে থাকা কখনো কখনো সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।'

জেসিন্ডা বইতে লিখেছেন, তিনি অনেক সিদ্ধান্ত সফলভাবে নিতে পেরেছেন, তবে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতাও এসেছে। বিশেষ করে আবাসনসংকট বা অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলায় প্রত্যাশিত ফল না আসায় তিনি নিজের দায়িত্ব স্বীকার করেছেন। জেসিন্ডা প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় তাঁর কন্যা নেভ জন্ম নেয়। মাতৃত্ব আর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব একসঙ্গে সামলানোর অভিজ্ঞতা তিনি বইতে খোলাখুলি বলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'মা হওয়া আমাকে আরও সহানুভূতিশীল করেছে, আবার সময় ব্যবস্থাপনায়ও নতুন চ্যালেঞ্জ শিখিয়েছে।' জেসিন্ডা বইতে বারবার উল্লেখ করেছেন, নেতৃত্ব মানেই শুধু নীতি প্রণয়ন নয়, জনগণের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগও সমান জরুরি। বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মানসিক স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ। জেসিন্ডা বলেছেন, দায়িত্বের চাপ, সমালোচনা আর রাজনৈতিক টানাপোড়েনে মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। ক্রাইস্টচার্চ হামলার পর সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী নিউজিল্যান্ডে কঠোর অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করান মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি সাহসী সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর ভাষায়, 'যখন সঠিক কাজটি স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন বিলম্বের সুযোগ নেই।' জেসিন্ডার ব্যক্তিত্বে ছিল একধরনের বিনয়। তিনি বইয়ে লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নিজের ভুল শিখতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন সব সময়। এমনকি পারিবারিক জীবনে তিনি সাধারণ জীবন যাপন করেছেন। এতে নেতার মানসিক ভারসাম্য বজায় থাকে। বইয়ে এই নেতা বলেছেন, নেতৃত্ব শুধু দেশের সীমারেখায় আটকে থাকা উচিত নয়। জলবায়ু পরিবর্তন, অনলাইনে ঘৃণার বিস্তার, শরণার্থী সংকটএসব বৈশ্বিক সমস্যায়ও নেতাদের দায়িত্ব নিতে হবে। এ কারণেই তিনি ক্রাইস্টচার্চ কল বা আর্থশট প্রাইজের মতো উদ্যোগে যুক্ত আছেন। জেসিন্ডা বইয়ের শেষ অংশে বলেছেন, 'আমি চাই, মানুষ আমাকে মনে রাখুক এমন একজন মানুষ হিসেবে, যিনি দেখিয়েছেনরাজনীতি হতে পারে সহানুভূতির।' 'আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অব পাওয়ার' বইটি ভবিষ্যৎ নেতাদের জন্য এক অনন্য পাঠ্য। এখানে নেতৃত্বের জাঁকজমক নেই, আছে মানবিকতা; ক্ষমতার অহংকার নেই, আছে দায়িত্ববোধ; অস্বীকার নেই, আছে সৎ স্বীকারোক্তি। জেসিন্ডা আরডার্ন দেখিয়েছেন, রাজনীতি মানেই কেবল ক্ষমতা দখল নয়; এটি মানুষকে ভালোবাসার, তাদের পাশে দাঁড়ানোর এক সুযোগ। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু নিউজিল্যান্ড নয়, বিশ্বনেতৃত্বের জন্যও এক অনন্য দিকনির্দেশনা হয়ে থাকবে। ১. কঠোর সময়েও মানবিক দিকটি হারিয়ে ফেললে নেতৃত্ব শীতল হয়ে যায়। সহানুভূতি মানুষকে কাছে টানে, আস্থা তৈরি করে। ২. ব্যর্থতা স্বীকার করা নেতার দুর্বলতা নয়; বরং এটি সৎ নেতৃত্বের প্রমাণ। এতে জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায়। কারণ, মানুষ জানেনেতা সত্য গোপন করেন না। ৩. নেতৃত্বে স্বচ্ছতা এবং সরাসরি যোগাযোগ আস্থা তৈরি করে, গুজব ঠেকায়, সিদ্ধান্তকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। ৪. নেতৃত্বের পেছনে একজন মানুষ থাকে, যার বিশ্রাম, মানসিক শক্তি আর ব্যক্তিগত সুস্থতা জরুরি। ভবিষ্যতের নেতাদের জন্য এটি বড় শিক্ষা। ৫. জনপ্রিয়তার জন্য নয়, ন্যায্যতার জন্য সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হয়এটি নেতৃত্বের মূল পরীক্ষা। ৬. অহংকার নেতৃত্বের ক্ষতি করে; বিনয় নেতা ও জনগণের সম্পর্ককে দৃঢ় করে। ৭. আধুনিক নেতৃত্ব হলো বৈশ্বিক; জাতীয় সীমানা পেরিয়ে বিশ্ব সমস্যার সমাধানেও নেতাদের ভূমিকা জরুরি। আমরা কি তাঁকে ভুলে যাব ইতিহাস প্রমাণ করে, যাঁরা নেতৃত্বে নতুন ধারণা, নতুন দিকনির্দেশনা এনে দেন, তাঁরা সহজে ভুলে যান না। জেসিন্ডার শাসনকাল হয়তো সময়ের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনার বাইরে চলে যাবে, কিন্তু তাঁর নেতৃত্বের ধরনসহানুভূতি, মানবিকতা আর সাহসের মিশেলরয়ে যাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে। জেসিন্ডার সিদ্ধান্ত, কাজ ও দর্শন নিয়ে হয়তো সমালোচনা থাকবে। কেউ বলবেন, তিনি অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ ছিলেন; কেউ বলবেন, রাজনৈতিক বাস্তবতায় সহানুভূতির সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু এটাও সত্য, জেসিন্ডা দেখিয়েছেনক্ষমতার মঞ্চেও মানবিকতা জায়গা করে নিতে পারে। জেসিন্ডা আরডার্ন রাজনৈতিক মঞ্চ ছেড়ে দিলেও তাঁর প্রভাব রয়ে গেছে বিশ্বরাজনীতিতে, নেতৃত্বের দর্শনে ও মানুষের হৃদয়ে। তিনি কেবল এক সাবেক প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি এমন এক নেতা, যিনি দেখিয়েছেনসহানুভূতিও একধরনের শক্তি। তাই বলা যায়, তাঁকে সহজে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর নাম থাকবে মানুষের স্মৃতিতে এক নতুন ধরনের নেতৃত্বের প্রতীক হয়ে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আইএলএস হাসপাতালের সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব

টিকিট দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রতীক ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ! আরজেডি-তে টালমাটাল পরিস্থিতি, তেজস্বীর প্রত্যাবর্তনের পর চাঞ্চল্য

পাটনা, ১৪ অক্টোবর: বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এ নাটকীয় ঘটনা ঘটল। সোমবার সন্ধ্যায় যেসব নেতাদের নির্বাচনী প্রতীক (সিম্বল) দেওয়া হয়েছিল, গভীর রাতে হঠাৎ করেই তাদের সেই প্রতীক ফেরত দিতে বলা হয়। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এই নির্দেশ আসার কয়েক ঘণ্টা আগেই আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদব দিল্লি থেকে পাটনা ফিরে আসেন। তাঁর বাড়ির বাইরে তখন অনেক প্রার্থী-আকাঙ্ক্ষী ভিড় করেছিলেন। যাঁরা তখন দলের নেতাদের ফোন পেয়ে ভিতরে ঢোকেন, তাঁদের হাতে হলুদ খামে থাকা প্রতীক সংক্রান্ত কাগজ তুলে দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

কিন্তু পরবর্তী চমক আসে রাতেই, যখন মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব দিল্লি থেকে পাটনায় পৌঁছন। এরপরই যাঁরা সন্ধ্যায় প্রতীক পেয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে ফোন করে জানানো হয়প্রতীক ফিরিয়ে দিতে হবে। রাতেই লালু যাদবের বাসভবনের বাইরে আবার ভিড় জমে, তবে এবার প্রতীক ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।

আরজেডির নেতারা বলছেন, দলীয় নেতৃত্ব এখনও পরিষ্কারভাবে কিছু জানায়নি কেন হঠাৎ প্রতীক ফিরিয়ে নেওয়া হলো। বেশ কয়েকজন নেতা প্রকাশ্যে বলেন, পুরো প্রক্রিয়াটি অস্বচ্ছ এবং বিভ্রান্তিকর।

সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আশরাফ ফাতমি দাবি করেন, কেউই আসলে প্রতীক পাননি, সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ছবিগুলো ভাইরাল হয়েছে তা "এআই-প্রস্তুত"।

যাঁরা সন্ধ্যায় প্রতীক পেয়ে রাতে ফেরত দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জনতা দল (ইউ)-ত্যাগী নেতা সুনীল সিং এবং প্রাক্তন বিধায়ক নারায়ণ সিং ওরফে বোগো।এই নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ এমন এক সময়ে ঘটল, যখন মহাগঠবন্ধনের দলগুলির মধ্যে এখনও আসন বণ্টন নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। আরজেডির জোটসঙ্গীদের মধ্যে রয়েছে কংগ্রেস, বামপন্থী দলগুলি, মুকেশ সহনির বিকাশশীল ইনসান পার্টি, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা এবং পাসুপতি পারসের নেতৃত্বাধীন আরএলজেপি। সব দলই বর্তমানে নিজেদের পছন্দমতো আসনের জন্য চাপ তৈরি করছে।প্রথম দফার ভোট হবে ৬ নভেম্বর এবং দ্বিতীয় দফা ১১ নভেম্বর। প্রথম দফার মনোনয়নের শেষ দিন ১৭ অক্টোবর (শুক্রবার), আর দ্বিতীয় দফার জন্য মনোনয়ন জমার শেষ তারিখ ২০ অক্টোবর। ফলাফল ঘোষণা হবে ১৪ নভেম্বর।এই পরিস্থিতিতে আরজেডি-র টিকিট প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, এবং রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গেতেজস্বী যাদবের প্রত্যাবর্তনের পর কী বড় কোনও সিদ্ধান্তের বদল হয়েছে? দলের অভ্যন্তরে কি মতবিরোধ বাড়ছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর আপাতত অজানা।

আগরতলায় ডাক বিভাগের উত্তর-পূর্ব সার্কেলের ডাকটিকিট প্রদর্শনী "ট্রাইপেক্স- ২০২৫" শুরু হবে ২৯ অক্টোবর

আগরতলা, ১৪ অক্টোবর, ২০২৫: ডাকটিকিট প্রেমীদের জন্য এক বিশেষ আয়োজন নিয়ে হাজির হচ্ছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সার্কেল স্তরের ডাক টিকিট প্রদর্শনী 'ট্রাইপেক্স—২০২৫' আগামী ২৯ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে। ডাক বিভাগের উত্তর-পূর্ব সার্কেলের চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল সঞ্জীব রঞ্জন আজ আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান।

তিনি বলেন, ট্রাইপেক্স- ২০২৫ প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য হলো ডাকটিকিট সংগ্রহের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি করা, নতুন প্রজন্মের মধ্যে ডাক বিভাগের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া এবং ডাক টিকিট কেন্দ্রিক সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করে তোলা।

ভারতীয় ডাক বিভাগ বহু বছর ধরে রাজ্য, সার্কেল ও জাতীয় পর্যায়ে ফিলাটেলিক প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছে। এবারের এই প্রদর্শনীতে ১৩০টি ফ্রেমে প্রায় দুই হাজার ডাক টিকিট থাকবে। ত্রিপুরার নীরমহল ,উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, ও উনকোটি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে এই প্রদর্শনীতে। অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের ডাকটিকিট সংগ্রহ প্রদর্শন করবেন এবং বিচারকমণ্ডলী সেরা প্রদর্শনীগুলিকে পুরস্কৃত করবেন।উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে শিক্ষার্থী, যুবসমাজ, শিক্ষক ও সাধারণ নাগরিকরা এই প্রদর্শনীতে অংশ নিতে পারবেন। পাশাপাশি প্রকাশিত হবে বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট।প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণগুলির মধ্যে থাকবে স্কুল পড়ুয়াদের জন্য ডাক টিকিট বিষয়ক প্রদর্শনী, পোস্টার অঙ্কন, চিঠি লেখার প্রতিযোগিতা, লেটার বক্স চিত্রকলা প্রতিযোগিতা, ফিলাটেলিক কুইজ প্রতিযোগিতা। চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল আরো জানিয়েছেন, এই প্রদর্শনী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষকে ডাক টিকিটের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করবে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ডাক বিভাগের ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া স্কুলগুলিতে ফিলাটেলিক ক্লাব গঠন করা হবে। চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল আরো জানান, সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা ডাকটিকিট সংগ্রহকারীদের সুবিধার্থে ভারতীয় ডাক বিভাগ নিয়মিতভাবে জেলা, রাজ্য, সার্কেল এবং জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছে। ডাক বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত দীনদয়াল স্পর্শ যোজনার মাধ্যমে শিশুদের কুইজ/চিঠি/প্রবন্ধ লেখা/ডাকটিকিট প্রদর্শনীর মতো বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

তিন দিনের এই প্রদর্শনীতে জাতীয় গুরুত্বের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট/স্টেশনারি প্রদর্শিত হবে যা ভারত এবং বিশ্বব্যাপী ডাকটিকিট সংগ্রহকারীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। নিম্নলিখিত ডাকটিকিটের আইটেমগুলি প্রকাশ করা হবে, বিভিন্ন বিষয়ের উপর পাঁচটি বিশেষ প্রচ্ছদ। উত্তর-পূর্ব সার্কেলের আওতাধীন উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের ছবি সম্বলিত পোস্টকার্ড।

"জেলে থাকা মন্ত্রীদের অপসারণ সংক্রান্ত বিল নিয়ে গঠিত সংসদীয় কমিটিতে অংশ নেবে না কংগ্রেস", একযোগে বিরোধীদের বয়কট

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর: নতুন বিতর্কিত তিনটি বিল নিয়ে গঠিত সংসদের যৌথ কমিটিতে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, কংগ্রেস এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সংসদীয় কর্মমন্ত্রী কিরেণ রিজিজুকে জানিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেস জানিয়েছে, অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনার পর সবাই মিলে এই কমিটিকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।এর আগে তৃণমূল কংগ্রেস, শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে গোষ্ঠী) ও আম আদমি পার্টিও জানিয়েছিল যে তারা এই কমিটিতে অংশ নেবে না। সমাজবাদী পার্টিও বিরোধীদের ঐক্য রক্ষার স্বার্থে একই পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত মাসে লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা বলেছিলেন, সংসদের যৌথ কমিটিকে বয়কট করার বিষয়ে কোনো রাজনৈতিক দল তাঁর কাছে লিখিতভাবে কিছু জানায়নি। তবে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা জানিয়েছে, এখন তারা আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে।

এই তিনটি বিতর্কিত বিল 'গভর্নমেন্ট অফ ইউনিয়ন টেরিটোরিজ (সংশোধন) বিল', 'সংবিধান (১৩০তম সংশোধন) বিল' এবং 'জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন (সংশোধন) বিল' লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উত্থাপন করেন মনসুন অধিবেশনের শেষ দিনে। এই বিলগুলিতে প্রস্তাব করা হয়েছে, যদি কোনো প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে ৩০ দিন ধরে গুরুতর অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে থাকেন, তবে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যাবে।

বিলগুলির বিরুদ্ধে বিরোধীরা একজোট হয়ে দাবি করেছে, এগুলি সম্পূর্ণভাবে অসাংবিধানিক এবং বিরোধী রাজ্য সরকারগুলিকে লক্ষ্য করেই আনা হয়েছে। তারা বলছে, এই ধরনের আইন শাসনতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী এবং কেন্দ্র সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এগুলি আনছে।

বিলগুলি সংসদের যৌথ কমিটির কাছে পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয়েছে, যেখানে লোকসভা থেকে ২১ জন এবং রাজ্যসভা থেকে ১০ জন সদস্য থাকার কথা। তবে বিরোধীদের অংশগ্রহণ ছাড়াই সেই কমিটি কতটা গ্রহণযোগ্যতা পাবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিরোধীদের এই সম্মিলিত বয়কট সরকারের ওপর চাপ বাড়াতে পারে বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞরা।এই পরিস্থিতিতে এখন সবার নজর সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

২০২৭ সালের মধ্যে দেশের সব পৌর বর্জ্য দিয়ে রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্য: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গডকরি

চেন্নাই/নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর: ২০২৭ সালের মধ্যে দেশের সব পৌর বর্জ্যকে ব্যবহার করে জাতীয় সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনার কথা জানালেন কেন্দ্রের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গডকরি। চেন্নাইয়ের কাছে একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দেন তিনি। মন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যেই প্রায় ৮০ লক্ষ টন পৌর বর্জ্য রাস্তা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে আহমেদাবাদ-পুণে হাইওয়ে নির্মাণে ২৫ লক্ষ টন এবং মুম্বই-দিল্লি হাইওয়ে নির্মাণে ৪০ লক্ষ টন বর্জ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, রাস্তা তৈরির জন্য গবাদি পশু থেকে তৈরি বায়ো-বিটুমেন ব্যবহার করা হয়েছে, যেটিকে সেন্ট্রাল রিসার্চ অর্গানাইজেশন পেট্রোলিয়াম বিটুমেনের চেয়েও উন্নত বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। পাশাপাশি, পৌর বর্জ্য থেকে হাইড্রোজেন উৎপাদনের জন্য একাধিক গবেষণামূলক প্রকল্প ইতিমধ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গডকরি বলেন, "তোমরা চাকরি খোঁজো না, বরং চাকরি দাও।" তিনি ছাত্রদের উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। এই উদ্যোগে পরিবেশ দূষণ কমানো ও টেকসই পরিকাঠামো গঠনের পাশাপাশি, প্রযুক্তি যথাযথ ব্যবহার করে দেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন দিশা আসবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতিতে অটল সরকার: অমিত শাহ, অযোধ্যায় গড়বে এনএসজি হাব

মানেসর, ১৪ অক্টোবর: সন্ত্রাসবাদ দমনে শূন্য সহনশীলতা নীতিতে কাজ করছে মোদী সরকারএমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। হরিয়ানার মানেসরে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড-এর ৪১তম রেইজিং ডে উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে একথা বলেন তিনি।

অমিত শাহ বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকার কোনও রকম আপস করছে না।"তিনি জানান, দেশজুড়ে সন্ত্রাস ও সংঘবদ্ধ অপরাধ রুখতে এনএসজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আগামী দিনে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় একটি নতুন এনএসজি হাব স্থাপন করা হবে বলে ঘোষণা করেন মন্ত্রী।

এছাড়াও তিনি বলেন, ইতিমধ্যে মুম্বই, চেন্নাই, কলকাতা, হায়দরাবাদ, আহমেদাবাদ ও জম্মু টাস্ক ফোর্সে ছয়টি এনএসজি হাব গড়ে তোলা হয়েছে। এই হাবগুলি জরুরি অবস্থায় দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে।অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিশেষ অভিযান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র -এর শিলান্যাসও করেন। এই কেন্দ্রটি সন্ত্রাস মোকাবিলায় আধুনিক ও উন্নত প্রশিক্ষণ দেবে এনএসজি জওয়ানদের। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারের এই পদক্ষেপ দেশীয় নিরাপত্তা কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

ভারত-মঙ্গোলিয়া কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭০ বছর পূর্তি, নয়া দিল্লিতে মোদী ও মঙ্গোলিয়ার প্রেসিডেন্টের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

নয়া দিল্লি, ১৪ অক্টোবর: আজ রাজধানী দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মঙ্গোলিয়ার প্রেসিডেন্ট খুরেলসুখ উখনা-র মধ্যে প্রতিনিধি স্তরের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক আদান-প্রদান হয়।

যে ক্ষেত্রগুলিতে সমঝোতা স্বাক্ষর হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে মানবিক সহায়তা, মঙ্গোলিয়ার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য পুনরুদ্ধার, অভিবাসন, ভূতত্ত্ব ও খনিজ সম্পদ, সমবায় খাতের উন্নয়ন এবং ডিজিটাল সমাধান ভাগ করে নেওয়া। এদিন দুই নেতা ভারত-মঙ্গোলিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিটও প্রকাশ করেন।

যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, মঙ্গোলিয়ার নাগরিকদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ই-ভিসা প্রদান করবে ভারত। এছাড়াও প্রতিবছর মঙ্গোলিয়ার তরুণ সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের ভারত সফরের ব্যয়ভার ভারত সরকার বহন করবে বলেও ঘোষণা করেন তিনি।

মোদি বলেন, 'ভারত ও মঙ্গোলিয়ার সম্পর্ক কেবল কূটনৈতিক নয়, এটি আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধন।' তিনি উল্লেখ করেন, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় মঙ্গোলিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেই সূত্র ধরে নালন্দা ও গন্দান মঠ-কে সংযুক্ত করে এই ঐতিহাসিক সম্পর্ককে নতুন শক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, মঙ্গোলিয়ার উন্নয়নে ভারত সবসময় বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য অংশীদার ছিল। ভারতের ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণসীমায় নির্মীয়মাণ তেল শোধনাগার প্রকল্প মঙ্গোলিয়ার জ্বালানি নিরাপত্তায় নতুন গতি আনবে বলেও জানান তিনি।

এর আগে সকালে, মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রপতি রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানান। আজ সন্ধ্যায় তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁর সম্মানে একটি রাষ্ট্রীয় ভোজর আয়োজন করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট খুরেলসুখ উখনার সঙ্গে রয়েছেন উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল, যার মধ্যে রয়েছেন মন্ত্রীসভার সদস্য, সংসদ সদস্য, শীর্ষ সরকারি আধিকারিক, ব্যবসায়িক প্রতিনিধি এবং সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা। ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসাবে এটিই তাঁর প্রথম সফর।

'বিকসিত ভারত ২০৪৭'-এর পথে এগোচ্ছে দেশ: অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর: "ভারতের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব ও প্রগতিশীল নীতিনির্ধারণ প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-তে দেশকে বিশ্ব নেতার আসনে বসিয়েছে"বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। মঙ্গলবার এআই ভারত শক্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। এই অনুষ্ঠানটি ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্টাম সামিট ২০২৬-এর সরকারি প্রাক-শীর্ষ সম্মেলন।অর্থমন্ত্রী বলেন, "আজ আমরা এক ঐতিহাসিক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, যেখানে প্রশাসন ও নীতিগত সিদ্ধান্ত আগের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। নীতির বাস্তবায়ন যখন দূরদর্শী নেতৃত্বের অধীনে হয়, তখনই প্রকৃত পরিবর্তন আসে।"তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২০১৪ সাল থেকে প্রযুক্তিনির্ভর রূপান্তরের জন্য প্রশংসা করেন এবং বলেন, "২০১৪ থেকে আজ পর্যন্ত বহু নীতিগত উদ্যোগ শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে এবং উদ্ভাবনের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলেছে।"সীতারামন জানান, ভারতের প্রতিষ্ঠিত নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহ উদীয়মান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশকে বিশ্ব নেতৃত্বে তুলে ধরছে। পাশাপাশি তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডুর প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ জানান এবং স্মরণ করিয়ে দেন, কীভাবে তাঁর নেতৃত্বে হায়দরাবাদকে আইটি হাব হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল।তিনি বলেন, "তাঁর অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশই ভারতের প্রথম এআই হাব গড়ে তোলার সঠিক জায়গা।"নির্মলা সীতারামন আরও বলেন, "আজ ভারতের নীতি এতটাই অগ্রসর যে অনেক দেশ এখনও তা আত্মস্থ করতেও পারেনি। এই দৌড়ে রাজ্যগুলির মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা গড়ে উঠেছে, যা দেশের পক্ষেই মঙ্গলজনক।"তিনি জোর দিয়ে বলেন, "'বিকসিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে সক্রিয় প্রশাসন এবং নীতিগত সমর্থন অত্যন্ত জরুরি। আজকের নেতৃত্ব ও পরিকল্পনা দেখে স্পষ্ট, আমরা সেই লক্ষ্যের দিকেই দ্রুত এগিয়ে চলেছি।'এই বক্তব্যের মাধ্যমে দেশের ডিজিটাল রূপান্তরে নেতৃত্বের ভূমিকাকে আরও একবার সামনে আনলেন অর্থমন্ত্রী।

প্যারিস চুক্তির প্রতি প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করল ভারত ব্রাসিলিয়ায় প্রি-সিওপি৩০ বৈঠকে জোর দিল বাস্তবায়নে

ব্রাসিলিয়া/নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর: আসন্ন সিওপি৩০ জলবায়ু সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবে ব্রাসিলিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রি-সিওপি৩০ বৈঠকে ভারত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, প্যারিস চুক্তির কাঠামোর প্রতি ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একইসঙ্গে, ভবিষ্যতের জলবায়ু মূল্যায়নে সুষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয় দেশটি।

প্রি-সিওপি৩০-এর গ্লোবাল স্টকটেক (জিএসটি) ব্রেকআউট সেশনে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। তিনি বলেন, "প্রথম গ্লোবাল স্টকটেকের সফল সমাপ্তি প্রমাণ করে, প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন আন্তরিকতার সঙ্গেই হচ্ছে।" উল্লেখ্য, জিএসটি প্রতি পাঁচ বছরে একবার করা হয়, যাতে বৈশ্বিকভাবে জলবায়ু লক্ষ্যপূরণে অগ্রগতি মূল্যায়ন করা যায়। এই প্রক্রিয়া দেশের মধ্যে ও আন্তর্জাতিক স্তরে জলবায়ু কর্মপরিকল্পনাকে আরও মজবুত করতে সহায়তা করে, বলেন যাদব।

মন্ত্রী বলেন, "জিএসটি প্যারিস চুক্তির চালিকাশক্তি। এটি রাজনৈতিক সদিচ্ছা জাগিয়ে তোলে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী জলবায়ু পদক্ষেপের পথ প্রশস্ত করে।"

ভবিষ্যতের জিএসটি প্রক্রিয়া নিয়ে সতর্ক করে তিনি বলেন, 'বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নগুলোকে তাড়াহুড়ো করে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এগুলোর বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আগে পর্যাপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।" তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্যের নির্ভুলতা ও বৈচিত্র্যময় উৎসের গুরুত্বর কথাও উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, "এখন আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী জলবায়ু পদক্ষেপের বাস্তবায়নের ওপর। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় বাধা হল উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে পর্যাপ্ত সম্পদের অভাব।"

তিনি সাফ জানান, "শুধু আলোচনা করে চললে হবে না, এখন সময় বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার। বারবার মূল্যায়ন নয়, বাস্তবায়নই জরুরি।"

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে ব্রাজিলের বেলেমে অনুষ্ঠিত হবে কপ৩০ জলবায়ু সম্মেলন। তারই প্রস্তুতিসভা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রি-কপ৩০ বৈঠক বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী ও আলোচকদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে।

আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের ৬৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

মাংসের ঝোলে থাকুক আমের 'টুইস্ট'

গরম পড়ে গিয়েছে। বাজারে গেলেই কাঁচা মিঠে আমের মিষ্টি গন্ধ। কাঁচা আম দিয়ে চাটনি কিংবা টক ডাল মোটামুটি সব বাঙালি হেঁশেলেই হয়। এ ছাড়াও কিন্তু কাঁচা আম দিয়ে হরেক রকম পদ বানানো যায়। মুরগি দিয়ে ঝোল কিংবা কষা খেতে খেতে অরুচি এসে যায় কখনও কখনও। স্বাদবদল করতে কাঁচা আম দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন মুরগির সুস্বাদু পদ।

রইল আম-মুরগি বানানোর রেসিপি।

উপকরণ:

মুরগির মাংস: ১ কেজি
পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ
আদা-রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ
কাঁচা আম: ২টি
হলুদ গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
তেজপাতা: ২-৩টি
গোটা গরম মশলা: ৫ গ্রাম
কাঁচা লঙ্কা ৫-৬টি
পুদিনা পাতা: আধ কাপ
ধনে পাতা: এক কাপ
ধনে গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
জিরে: এক চা চামচ
নুন ও চিনি: স্বাদমতো
সর্ষের তেল: ৫-৬ টেবিল চামচ

প্রণালী:

একটি বড় পাত্রে মুরগির মাংস নিয়ে তাতে নুন, হলুদ গুঁড়ো, সর্ষের তেল দিয়ে খানিক ক্ষণ মাখিয়ে রাখুন। এ বার কড়াইতে তেল গরম করে তাতে গোটা গরম মশলা, জিরে ফোড়ন আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে লালচে করে ভেজে নিন। তার পর একে একে আদা-রসুন বাটা ও সব গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে মাংস দিয়ে আরও মিনিট পনেরো কষিয়ে নিন। মাংস আধসেদ্ধ হয়ে এলে ধনে পাতা ও পুদিনা পাতা বাটা ও চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঢাকা দিয়ে মাংস ভাল করে সেদ্ধ করে নিন। এর পর ঢাকা খুলে মিহি করে কুরে রাখা আম দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। আম ভাল করে মশলার সঙ্গে মজে এলে সামান্য চিনি ছড়িয়ে দিন। ঝোল মাখা মাখা হয়ে এলে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন আম-মুরগি।

বাড়িতে পাতা টক দই কিভাবে খাবেন

দুধ একেবারেই সহ্য হয় না। দুধ দেওয়া চা খেলেও পেটের গোলমাল হয়। তাই পেট ভাল রাখতে নিয়ম করে টক দই খান। শুধু গ্যাস, অম্বল, হজমের সমস্যা নয়, টক দই খেলে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাও ভাল হয়। তবে পুষ্টিবিদেরা বলেন, এই টক দই দোকান থেকে কিনে খাওয়ার চেয়ে বাড়িতে পাতাই ভাল। কিন্তু সেই দই খেয়েও যদি সারা দিন ধরে পেট গুড়গুড় করতে থাকে, তা হলে দই খাওয়াও ছেড়ে দেবেন?

পুষ্টিবিদেরা সেই সমস্যার সুরাহা দিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, হেঁশেলে থাকা সাধারণ কিছু মশলা, ভেষজ টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিলেই পেটের যাবতীয় গোলমাল জব্দ হবে। সেগুলি কী কী?

১) জিরে

গ্যাস, অম্বল, পেটফাঁপার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই জিরে ভেজানো জল খেয়ে থাকেন। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, টক দইয়ের মধ্যে সামান্য জিরে গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে পারলে তার পুষ্টিগুণ আরও বেড়ে যায়।

২) আদা

আদার মধ্যে রয়েছে জিঞ্জেরল। দুগ্ধজাত খাবার খাওয়ার পর অনেকেই পেটফাঁপার সমস্যায় ভোগেন। হজমের জন্য টক দই খাওয়ার পরেও অনেক সময়ে বমিভাব দেখা যায়। টক দইয়ের মধ্যে সামান্য আদা মিশিয়ে নিলেই এই সমস্যার সমাধান হবে।

৩) মৌরি

মৌরির মধ্যে রয়েছে অ্যানিথোল। যা পেটের পেশির প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি, জিরের মতো মৌরিতেও রয়েছে কার্মিনেটিভ উপাদান। তাই টক দইয়ের মধ্যে সামান্য মৌরি গুঁড়ো করে মিশিয়ে নিলেও কাজ হবে।

৪) পুদিনা পাতা

গলা-বুক-জ্বালা বা বদহজমে অব্যর্থ দাওয়াই হল পুদিনা পাতার রস। গ্যাস, অম্বল, পেটফাঁপা তো বটেই, পরিপাকতন্ত্র ভাল রাখতেও সাহায্য করে এই ভেষজ। দইয়ের মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ ফ্যাট থাকে, তা-ও অনেক সময়ে পেটের গোলমালের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই দইয়ের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে পুদিনা পাতার রস মিশিয়ে নিলে আর কোনও সমস্যা থাকে না।

৫) ধনেপাতা

জিরের মতোই ধনে গুঁড়ো বা ধনেপাতার মধ্যে এমন কিছু উতেচক রয়েছে, যা হজমে সাহায্যকারী উতেচকগুলির ক্ষরণ বাড়িয়ে তুলতে পারে। পেটফাঁপা, গ্যাস, পেট গুড়গুড় করার মতো উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এই ভেষজ।

৬) গোলমরিচ

গোলমরিচে রয়েছে প্যাপেরিন নামক একটি উপাদান। শুধু খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে তোলা বা রোগ প্রতিরোধই নয়, পেটের যাবতীয় অস্বস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে এই মশলা।

৭) বিটনুন

টক দইয়ের মধ্যে বিটনুন দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। তবে তা শুধু স্বাদের জন্যই নয়। আয়ুর্বেদ বলছে, পাকস্থলীর মধ্যে থাকা সব রকম উতেচকের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে বিটনুন।

কাজের ফাঁকে আলুর চিপ্স খাওয়া অভ্যাস?

আলুর চিপ্স শুধু যে সিনেমার সঙ্গী, তা নয়। প্রচণ্ড মনখারাপেও চিপ্স মুখে পুরলে সাময়িক চনমনে লাগে। আবার অফিসে কাজের ফাঁকে টুকটাক মুখ চালাতে চিপসের জুড়ি মেলা ভার। আলুর চিপ্সের স্বাদ ভোলার নয়। কিন্তু রোগা হওয়ার ইচ্ছা যদি থেকে থাকে, তা হলে আলুর চিপ্সের মায়া ত্যাগ করতে হবে। ঘন ঘন আলুর চিপ্স খেলে রোগা হওয়া বেশ কঠিন।

তাই বলে চিপ্স খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে, এমন নয়। আলু ছাড়াও চিপ্স হয়। আলুর চিপ্স ছাড়াও মুখরোচক অন্য খাবার কম নেই। তার জন্য দোকানের যাওয়ারও দরকার নেই। বাড়িতেই তৈরি করে নিতে পারেন। রইল কয়েকটি বিকল্প চিপসের খোঁজ।

কলার চিপ্স

কলায় রয়েছে ভিটামিন, মিনারেলস, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের মতো কিছু স্বাস্থ্যকর উপাদান। কলার মতো শরীর-বান্ধব ফল খুব কমই আছে। চিপ্স খেতে ইচ্ছা করলে কলা দিয়েই বানিয়ে নিতে পারেন। কাঁচকলা গোল গোল করে কেটে অলিভ অয়েল মাখিয়ে নিন। তার পর বেক করতে বসান। মুচমুচে হওয়া পর্যন্ত বেক করুন। খেতে খারাপ লাগবে না।

মাখানা

আলুর চিপসনা খেয়ে মাখানা খেতে পারেন। স্বাদ আলাদা। তবে স্বাস্থ্যগুণের দিক থেকে এগিয়ে মাখানা। প্রোটিন, ফাইবার, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ভরপুর পরিমাণে আছে মাখানায়। মাখানার স্বাদ অনেকটা মিলে যায় পপকর্নের সঙ্গে। তবে একই রকম নয়। স্বাদ বদলাতে মাঝেমাঝে খাওয়া যায় মাখানা।

ছোলা ভাজা

ছোলা ভাজা খেতে ভারী মজা না হলেও, শরীরের জন্য সত্যিই ভাল। বিশেষ করে ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন যারা। ছোলা ভাজা কিন্তু সে ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর। অফিসে কাজের ফাঁকে মাঝেমাঝেই খিদে পেয়ে যায়। তখন বাইরে থেকে রোল, চাউমিন, পিতা না আনিয়ে বরং সঙ্গে রাখুন ছোলা ভাজা। খিদে মিটবে, আবার গ্যাস-অম্বলও হবে না।

উপকারের আশায় ডিটক্স পানীয় খাচ্ছেন

শরীরে জলের ঘাটতি যেন না হয়। তাই দিনে দু-তিন লিটার জল খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। তবে সুস্থ থাকতে শুধু জল নয়, ইদানীং ডিটক্স বা ইনফিউজড ওয়াটারের উপর ভরসা রাখেন স্বাস্থ্য সচেতনেরা। বিশেষ এই পানীয় শরীরে জমা দূষিত পদার্থ বার করতে সাহায্য করে। যাঁরা মেদ ঝরাতে চাইছেন, তাঁদের জন্য এই পানীয় বেশ কার্যকরী।

তা ছাড়া, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নত করতে, হজমশক্তি বাড়িয়ে তুলতে, কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে এই পানীয় খাওয়া ভাল। তবে ডিটক্স বা ইনফিউজড পানীয় তো বিভিন্ন ধরনের হয়। কোন পানীয় কোন কাজে লাগে, তা জানেন কি?

১) গ্যাস, অম্বল:- সাধারণ খাবার খেয়েও গলা-বুক জ্বালা করছে? এক গ্লাস জলে কয়েক টুকরো আদা ভিজিয়ে সেই জল খেয়ে দেখুন। নিয়মিত ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না।

২) প্রি-ডায়াবিটিস:- রক্তে শর্করা খুব বেশি নয়, বাড়তির দিকে। মিষ্টি জিনিস খাওয়ার প্রবণতা ছেঁটে ফেলেছেন। সঙ্গে ঈষদুষ্ণ জলে সামান্য পরিমাণে ঘি খেতে শুরু করুন। উপকার মিলবে।

৩) ফ্যাটি লিভার:- বহু দিন ধরেই ফ্যাটি লিভারের সমস্যায় ভুগছেন। ওষুধ তো খাচ্ছেনই। সঙ্গে মোরিঙ্গা বা সজনেপাতার গুঁড়ো খেয়ে দেখতে পারেন। ঈষদুষ্ণ জলে সজনে পাতার গুঁড়ো মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেয়ে নিন।

৪) রক্তাল্পতা:- মেয়েদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। তাই মাঝে মধ্যে আয়রন-যুক্ত ওষুধ খেতে হয়। তবে এই ধরনের ওষুধ থেকে কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। তার বিকল্প হতে পারে হালিমের বীজ। রাতের বেলা এক গ্লাস জলে এই বীজ ভিজিয়ে রাখুন। সকালে উঠে খেয়ে নিন। রক্তে হিমোগ্লোবিন চড়চড় করে বাড়বে। ৫) ঋতুস্রাবের কষ্ট:- বিরিয়ানিতে রঙের জন্য যে কেশর ব্যবহার করেন, তা-ই এ ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। ঈষদুষ্ণ জলে তিন-চারটি কেশরের সুতো ভিজিয়ে রাখুন। কিছু ক্ষণ পর খেয়ে নিন।

৬) পিসিওএস:- হরমোনের হেরফেরে আজকাল অনেক মহিলাই পিসিওএস-এর সমস্যায় ভোগেন। নিয়মিত মেথি ভেজানো জল খেলে ইস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন এবং টেস্টোস্টেরনের মধ্যে সমতা বজায় থাকে।

৭) কোষ্ঠকাঠিন্য:- ইসবগুল না খেলে পেট পরিষ্কার হয় না। তবে কোনও কোনও সময়ে সেই বস্তুটিও ফেল করে যায়। বদলে কিশমিশ ভেজানো জল খেয়ে দেখতে পারেন। এক গ্লাস জলে বেশ কয়েকটি কিশমিশ ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে সেই জল খেয়ে ফেলুন। ম্যাজিকের মতো কাজ হবে।

৮) বদহজম:- তেলমশলা দেওয়া খাবার খেয়ে সমানে চোঁয়া ঢেকুর উঠছে? শুকনো খোলায় ভাজা জোয়ান খেলে অনেক সময়ে উপকার মেলে। তবে আরও ভাল কাজ হয় এক গ্লাস জলে জোয়ান ভিজিয়ে সেই জল খেলে।

৯) ডায়াবিটিস:- একগ্লাস জলে এক টুকরো দারচিনি ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে উঠে সেই পানীয় খেয়ে নিন। ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ, উতাদন এবং কাজ স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে এই পানীয়।

১০) থাইরয়েড:- থাইরয়েড গ্রন্থির কলকাঠিতে অনেক শারীরবৃত্তীয় অনেক কাজই থমকে যেতে পারে। তবে সেই হরমোনের ক্ষরণ বেশি হলেও যেমন বিপদ, কম হলেও সমস্যার। তা স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে ধনে। এই মশলা জলে ভিজিয়ে রেখে খেলে দারুণ কাজ করে।

শিলে বাটতে না চাইলেও ভুল করে এই খাবার ব্লেন্ডারে দেওয়া যাবে না

তাড়াহুড়োর সময়ে রোজ শিলে মশলা বাটা মুশকিল। তাই বেশির ভাগ সময়েই মিক্সি ব্যবহার করেন। তবে, সকালে স্মুদি বানাতে অনেকেরই ভরসা ব্লেন্ডার। সময় এবং শ্রম, দুই-ই বাঁচে। কিন্তু এমন অনেক খাবারই আছে, যেগুলো ব্লেন্ডারে মিশিয়ে বা ব্লেন্ড করে খাওয়া যায় না। শরীরের তো বটেই, যন্ত্রটিরও ক্ষতি হতে পারে।

কোন কোন খাবার ব্লেন্ডারে দেওয়া যায় না? ১) গরম বা তরল খাবার: অনেকেই পেঁয়াজ, রসুন, আদা, টোম্যাটো এবং কাঁচা লঙ্কা তেলে ভেজে ব্লেন্ডারে পেস্ট করে নেন। গরম অবস্থায় ব্লেন্ডারে এই সব উপকরণ ব্লেন্ড করতে গেলে কিন্তু বিপদ ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

২) আঁশযুক্ত খাবার: যে সব ফল বা সব্জিতে ফাইবারের পরিমাণ বেশি সেগুলো ব্লেন্ডারে দিলে খুব মিহি পেস্ট না-ও হতে পারে। সব্জির আঁশ ব্লেডে জড়িয়ে যন্ত্রটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ৩) গুঁড়ো খাবার: ময়দা, চিনি, নুন এই জাতীয় খাবার ব্লেন্ডারে না দেওয়াই ভাল। মিশ্রণ যদি তৈরি করতেই হয়, তার মধ্যে সামান্য জল দিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ৪) বড় হাড়ের টুকরো: গাছে সার দেওয়ার জন্য মাংসের হাড় ধুয়ে, রোদে শুকিয়ে রেখেছেন। তা গুঁড়ো করতে ভুল করেও ব্লেন্ডার ব্যবহার করবেন না। ব্লেন্ডার অচিরেই দেহ রাখবে।

৫) দানাজাতীয় খাবার: শুকনো ফলের বীজ বা বিভিন্ন রকম বাদাম যদি জলে না ভিজিয়ে গুঁড়ো করতে যান, অনেকটা সময় নষ্ট হবে। ব্লেন্ডারের ক্ষতিও হতে পারে।

রোগা হওয়ার সহজ উপায়

ওজন ঝরানোর চেষ্টায় ত্রুটি রাখেন না কেউই। ডায়েট করেন, জিমে যান নিয়মিত, বাইরের খাবার দেখে খাওয়ার ইচ্ছা হলেও নিজেকে আটকান, প্রিয়জনের দেওয়া চকোলেটও ফ্রিজেই রেখে দিতে হয়। অথচ এত কিছু করেও লক্ষ্যপূরণ হয় না। ওজন কমতে চায় না কিছুতেই। রোগা হওয়ার কলাকৌশল কম নয়। মেনে চলতে হয় অনেক কিছুই।

শুধু উপোস করে থাকলেও রোগা হওয়া যাবে না। বরং সময় বুঝে খাবার খেতে হবে। কোন সময়ে কী খাবার খাচ্ছেন, এ ক্ষেত্রে তা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। রোগা হওয়ার জন্য কিছু খাবার সন্ধ্যার পর মুখে তোলা উচিত নয়। খেতে ইচ্ছা করলেও নয়। কোন খাবারগুলি সন্ধ্যার পর আর খাবেন না?

প্রক্রিয়াজাত খাবার

প্রক্রিয়াজাত হিমায়িত খাবারগুলিতে হাইড্রোজেনেটেড অয়েল, চিনি, নুন ও অত্যধিক মাত্রায় ক্যালোরি থাকে। ওজন ঝরানোর ইচ্ছা থাকলে সন্ধ্যার পর এই খাবার মুখে না তোলাই শ্রেয়।

সোডাযুক্ত পানীয়

বিভিন্ন প্রকার নরম ও সোডাযুক্ত পানীয়ে চিনির মাত্রা অনেকটাই বেশি থাকে। পুষ্টিবিদেরা সন্ধ্যা ৬টার পর কার্বনেটেড পানীয় এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন।

চিজ- এই খাবারে অত্যধিক মাত্রায় স্যাচুরেটেড ফ্যাট, কোলেস্টেরল ও সোডিয়াম থাকে। মেদ ঝরাতে তাই সন্ধ্যার পর চিজ না খাওয়াই ভাল।

রেড মিট- পাঁঠা কিংবা পর্কে ফ্যাটের মাত্রা অনেকটাই বেশি থাকে। তাই এই খাবার অনেক রাত করে খেলে হজমে অসুবিধা হয়। সে ক্ষেত্রে রাতে এড়িয়ে চলাই ভাল এ সব খাবার।

পপকর্ন- রাতে ওয়েব সিরিজ কিংবা সিনেমা দেখতে দেখতে অনেকেই এই খাবারটি খেয়ে থাকেন। তবে এতে ভাল মাত্রায় নুন ও ট্রান্সফ্যাট থাকে, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। রাতে এই খাবার খাওয়া উচিত নয়।

পছন্দের ৫ খাবার রোজ খেলে অজান্তেই বাড়তে পারে ক্যান্সারের ঝুঁকি

যতই ডায়েট করুন না কেন, দোকানে রং-বেরঙের প্যাকেট ঝুলতে দেখলে কিংবা খাবারের ভাল গন্ধ পেলে পেটের ইঁদুরকে আটকে রাখা মুশকিল। হয়তো সেই সব খাবারের কোনও রকম পুষ্টিগুণ নেই। খেলে উপকারের বদলে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। তা সত্ত্বেও রাস্তার ধারের মুখরোচক খাবারের টান এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। সঙ্গে খুদে থাকলে তো কথাই নেই।

চিপ্স, চকোলেট কিংবা প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার প্রবণতা বাড়তে থাকে। তবে চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদ সকলেই বলছেন, সাধারণত মানুষ পছন্দ করেন এমন বেশ কিছু খাবার রয়েছে, যা নিয়মিত খেলে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

১) প্রক্রিয়াজাত মাংস:

দোকান থেকে কেটে আনা টাটকা মাংস খেলে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। তবে এই মাংস থেকে বেকন, সসেজ, সালামি তৈরি করার সময়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, নানা রকম রাসায়নিক যোগ করতে হয়। যা মলাশয়ের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

২) প্যাকেটজাত খাবার

বিস্কুট, চিপ্স, কুকির মতো সাধারণ কিছু খাবারের মধ্যে ট্রান্স ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট এবং কৃত্রিম সব রাসায়নিক থাকে। এই ট্রান্সফ্যাটের সঙ্গে কিন্তু হার্ট এবং ক্যান্সারের যোগ রয়েছে। এই ধরনের খাবার খেলে বাড়তে পারে স্থূলত্ব। ক্যানসারের অনেকগুলি কারণের মধ্যে সেটিও একটি কারণ।

৩) চিনি দেওয়া পানীয়

অতিরিক্ত চিনি দেওয়া পানীয় খেতে ভালবাসেন? এই ধরনের পানীয় কিন্তু স্থূলত্বের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে স্থূলত্বের সমস্যা ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে দিতে পারে। ৪) ক্যানবন্দি খাবার

দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বেক বিন্স, কর্ন, অলিভ, মাশরুম ভাল রাখার জন্য বিসফেনল এ (বিপিএ) ব্যবহার করা হয়। শরীরে এই রাসায়নিক অতিরিক্ত হয়ে গেলে হরমোনের হেরফের ঘটে। স্তন এবং প্রস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে।

৫) মাইক্রোওয়েভ করা পপকর্ন

দোকান থেকে কিনে আনা প্যাকেটজাত ভুট্টার বীজ বিশেষ একটি দ্রবণে ভেজানো থাকে। তা থেকে খই তৈরি করার জন্য অনেকেই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় মাইক্রোওয়েভে সেগুলি গরম করতে দেন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ওই দ্রবণের মধ্যে পারফ্লুয়োরোঅক্টানোয়িক অ্যাসিড (পিএফওএ) নামক একটি উপাদান থাকে। তা কিডনি, অণ্ডকোষ, অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে।

পাঁচ অভ্যাসে এখনই বদল না আনলে বিকল হয়ে যেতে পারে কিডনি

শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল কিডনি। সুস্থ থাকতে কিডনিকে অবহেলা করলে কিন্তু মোটেই চলবে না। কিডনি বিকল হলে শরীরে নানা জটিলতা বাসা বাঁধতে পারে। বড় কোনও শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আগে তাই সতর্ক থাকা জরুরি। কোনও ক্রনিক অসুখ না থাকলে সাধারণত কিডনির যত্ন নেওয়া খুব কঠিন কাজ নয়।

ছোটখাটো কিছু যত্নেই সুস্থ রাখা যায় কিডনিকে। তবে অজান্তেই এমন কিছু প্রাত্যহিক অভ্যাসে আমরা অভ্যস্ত, যেগুলি বাড়িয়ে ফেললে কিডনি বিকল হওয়ার সম্ভাবনা। জেনে নিন, কোন কোন অভ্যাসে রাশ টানলে কিডনির রোগ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। ১) পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খান। কোনও ক্রনিক অসুখ না থাকলে যে কোনও সুস্থ মানুষের প্রতি দিন ৩-৪ লিটার জলের প্রয়োজন হয়। কোনও মতেই শরীরে জলের ঘাটতি হতে দেবেন না। শরীরের যাবতীয় টক্সিন বাইরে বার করে দিতে জলই প্রধানত সাহায্য করে। তাই জলের জোগান কিডনি যত পাবে, তার শারীরবৃত্তীয় কাজে তত সুবিধা হবে। অতিরিক্ত মদ্যপানও কিডনির সমস্যার কারণ হতে পারে।

২) কিডনিতে সংক্রমণের অন্যতম কারণ হল প্রস্রাব চেপে রাখা। সাধারণত রাস্তাঘাটে বা অনেক সময় কাজের চাপে বাড়িতে থাকলেও অনেকেই প্রস্রাবের বেগ চেপে রাখেন। এই অভ্যাস দিনের পর দিন ঘটালে কিন্তু বিপদ। এর ফলে মূত্রনালিতে চাপ পড়ে, তাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিডনি।

৩) উচ্চমাত্রার ডায়াবিটিস সরাসরি কিডনির ক্ষতি করে। তাই ডায়াবিটিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ভীষণ জরুরি। রক্তে শর্করার পরিমাণ কোনও ভাবেই বাড়তে দেওয়া যাবে না। কিডনি ভাল রাখতে ডায়াবিটিস প্রতিরোধ প্রয়োজন।

৪) মুঠো মুঠো ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়াও মোটেও ভাল অভ্যাস নয়। অতিরিক্ত মাত্রায় এই ধরনের ওষুধ কিন্তু কিডনির নানা সমস্যা তৈরি করে। তাই চিকিতকের পরামর্শ ছাড়া কোনও ভাবেই কোনও রকম অ্যান্টিবায়োটিক বা বেদনানাশক ওষুধ খাওয়া একেবারেই উচিত নয়।

৫) অনেকেই একটু বেশি নুন খান। রান্নায় নুন কম হোক বা না হোক, খাওয়ার পাতে একটু কাঁচা নুন না নিলেই নয়। এই অভ্যাস কিন্তু কিডনির স্বাস্থ্যের জন্য মোটেই ভাল নয়। কিডনিকে ভাল রাখতে চাইলে সবার আগে এই অভ্যাসে রাশ টানতে হবে। খুব বেশি চিনি খেলেও কিন্তু কিডনির ক্ষতি হয়। এ ছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাবার কিংবা প্যাকেটবন্দি খাবারেও নুন ও চিনি বেশি মাত্রায় থাকে, তাই এগুলিও বেশি না খাওয়াই ভাল।

সোমবার আগরতলা টাউন হলে আয়োজিত বিশ্ব প্রবীণ দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায়। ছবি নিজস্ব।

বিশাখাপত্তনমে গুগলের ১৫ বিলিয়ন ডলারের এআই হাব, ভারতে সর্ববৃহৎ ডেটা সেন্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনা

নয়াদিল্লি/বিশাখাপত্তনম, ১৪ অক্টোবর: বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রযুক্তি সংস্থা গুগল ঘোষণা করেছে, আগামী পাঁচ বছরে তারা ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে ১৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হাব গড়ে তোলার জন্য। এটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে গুগলের সবচেয়ে বড় এআই প্রকল্প।

নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে গুগল ক্লাউডের সিইও থমাস কুরিয়ান জানান, "যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে এটিই হবে আমাদের বৃহত্তম এআই হাব।" এই এআই হাবটি গড়ে তোলা হবে অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় শহর বিশাখাপত্তনমে, যেখানে গুগলের মূল সংস্থা আলফাবেট ইনক একটি ১-গিগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডেটা সেন্টার ক্যাম্পাস তৈরি করবে।

প্রথমদিকে অন্ধ্রপ্রদেশের কর্মকর্তারা এই বিনিয়োগের পরিমাণ ১০ বিলিয়ন ডলার বলে উল্লেখ করেছিলেন, তবে গুগলের তরফে তা বাড়িয়ে ১৫ বিলিয়ন ডলার করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর পরিষেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ডেটা সেন্টার পরিকাঠামো তৈরির প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। গুগল একাই এই বছর প্রায় ৮৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করার পরিকল্পনা নিয়েছে ডেটা সেন্টার সম্প্রসারণে।

এআই প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রচুর কম্পিউটিং শক্তি প্রয়োজন, যার ফলে বিশেষায়িত ডেটা সেন্টারের চাহিদা ব্যাপক হারে বেড়েছে। এই ধরনের ডেটা সেন্টারে হাজার হাজার চিপ সংযুক্ত করে বিশাল কম্পিউটিং ক্লাস্টার তৈরি করা হয়।

এর আগেই মাইক্রোসফট ও অ্যামাজনের মতো প্রযুক্তি জায়ান্টরা ভারতে কয়েক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে একাধিক ডেটা সেন্টার তৈরি করেছে। ভারতে প্রায় এক বিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী থাকায় এটি বিশ্বের প্রযুক্তি বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য হয়ে উঠেছে।

রয়টার্স জুলাই মাসে প্রথম গুগলের এই পরিকল্পনার খবর প্রকাশ করেছিল। রিপোর্টে বলা হয়, বিশাখাপত্তনমের এই ডেটা সেন্টার হবে এশিয়ার মধ্যে বিনিয়োগ ও ক্ষমতার দিক থেকে সর্ববৃহৎ। এই প্রকল্পটি গুগলের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় (সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডসহ) ডেটা সেন্টার সম্প্রসারণ কর্মসূচির একটি অংশ।

অন্ধ্রপ্রদেশের আইটি মন্ত্রী নারা লোকেশ এই বিনিয়োগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "ডেটা যেখানে নতুন তেল, সেখানে এই ধরনের উদ্যোগ আমাদের জন্য কৌশলগত সুবিধা এনে দেবে।"

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই এআই হাব শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোই নয়, ভারতের ডিজিটাল ইকোনমি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

ট্রাম্পের প্রশংসা: "ভারত একটি মহান দেশ, মোদী আমার খুব ভালো বন্ধু" গাজা শান্তি চুক্তির পরে ভারতের প্রশংসায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট

নয়াদিল্লি/ওয়াশিংটন/শার্ম এল শেখ, ১৪ অক্টোবর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার মিশরের শার্ম এল শেখ শহরে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ সমাপ্তির শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারতের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর 'অত্যন্ত ভালো বন্ধু' বলে আখ্যা দেন।

ট্রাম্প তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "ভারত একটি মহান দেশ, আর তার শীর্ষে রয়েছেন আমার খুব ভালো বন্ধু। উনি এক অসাধারণ কাজ করেছেন।"

এই মন্তব্যের কয়েকদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী মোদী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ফোন করে গাজা শান্তি পরিকল্পনার "ঐতিহাসিক সাফল্যের" জন্য অভিনন্দন জানান এবং চলমান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা নিয়েও কথা বলেন।

এক্স-এ পোস্ট করে মোদী লেখেন, "আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তাঁকে গাজা শান্তি পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছি। বাণিজ্য আলোচনায় অগ্রগতির বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখার বিষয়ে একমত হয়েছি।" এটি ছিল দুই নেতার এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ফোনালাপ।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভারত-রাজদূত সার্জিও গোরের ভারত সফর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাঁর চার দিনের ভারত সফরের শেষ দিনে তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে একটি ফ্রেমে বাঁধানো ছবি উপহার দেন যা ছিল ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে মোদী-ট্রাম্প সাক্ষাতের মুহূর্ত। ছবিটিতে ট্রাম্প নিজে স্বাক্ষর করে লিখেছেন, "মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, আপনি মহান!"

এক সরকারি বিবৃতিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত গোর বলেন, "ওয়াশিংটন থেকে আজ সকালে নয়াদিল্লি এসে পৌঁছেছি এবং সোজা বৈঠকে অংশ নিই। বিদেশ সচিব বিনয় মোহন মিশ্রি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। সবশেষে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে অসাধারণ এক বৈঠক হয়, যেখানে দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ে আলোচনা হয়। গুরুত্বপূর্ণ খনিজের ভূমিকা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃঢ় নেতৃত্বে আমরা ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদী। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মোদীজিকে খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে দেখেন। আমি দিল্লিতে আসার আগেই তাঁরা একটি চমৎকার ফোনালাপ করেছেন, যা ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে।"

গোর এক্স-এ লেখেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ছিল সম্মানের। আগামী দিনে ভারত---যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।"

জবাবে মোদী লেখেন, "মি. সার্জিও গোরকে ভারতে স্বাগত জানিয়ে খুশি। আমি নিশ্চিত, তাঁর কার্যকালে ভারত---যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও মজবুত হবে।"

উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারত সফরের আগে ওয়াশিংটনে ভারত হাউসে দিওয়ালি উৎসবে ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় মোহন কওত্রার সঙ্গে দেখা করেন গোর।

সার্জিও গোরকে ২২ আগস্ট মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত করা হয় এবং ৭ অক্টোবর মার্কিন সিনেটে তাঁর নিয়োগ অনুমোদিত হয়।

ভারত---মার্কিন সম্পর্কের বর্তমান আবহে এই ধরনের উচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক সংলাপ এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভবিষ্যতের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও সুদৃঢ় করবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

জাতিসংঘে পাকিস্তানকে "সন্ত্রাসের উৎস" বলে আখ্যা ভারতের, জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে কড়া বার্তা

নয়াদিল্লি/নিউ ইয়র্ক, ১৪ অক্টোবর: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ডিকোলোনাইজেশন কমিটিতে পাকিস্তানকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করল ভারত। কেরালার বিপ্লবী সোশ্যালিস্ট পার্টির সাংসদ এন কে প্রেমচন্দ্রন পাকিস্তানকে 'সন্ত্রাস, হিংসা, ধর্মান্ধতা, অসহিষ্ণুতা ও চরমপন্থার উৎস' বলে উল্লেখ করেন। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রসঙ্গ টেনে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে চলা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি।

তিনি বলেন, "পাকিস্তান যে কাশ্মীরের অংশটি বেআইনিভাবে দখল করে রেখেছে, সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন চলছে, জনগণ পাকিস্তানি সামরিক দখলদারিত্ব, দমন-পীড়ন, নৃশংসতা এবং অবৈধ সম্পদ শোষণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছে।"

এন কে প্রেমচন্দ্রন আরও বলেন, ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে গৃহীত নিরাপত্তা পরিষদের রেজোলিউশন ৪৭ অনুযায়ী পাকিস্তানের দখলদারিত্ব অবৈধ। সেই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের তরফে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা যে একেবারে 'বিরোধাভাসপূর্ণ'। তাঁর মন্তব্য, "যে দেশ সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, তারা যখন বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রকে প্রশ্ন তোলে, তা অত্যন্ত বিদ্রূপাত্মক।"

সবশেষে তিনি জোর দিয়ে বলেন, "জম্মু ও কাশ্মীর ছিল, আছে এবং চিরকাল ভারতের অবিচ্ছেদ্য ও অবিচল অংশ হয়ে থাকবে।" এই বক্তব্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান আরও একবার জোরদার হল বলে মনে করা হচ্ছে।

বিহারে নির্বাচনী টিকিট বঞ্চনার প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বাসভবনের সামনে জদ(ইউ)-র নেতাদের বিক্ষোভ, নিরাপত্তা জোরদার

পাটনা, ১৪ অক্টোবর : বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে টিকিট বঞ্চনার অভিযোগে মঙ্গলবার পাটনায় মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সরকারি বাসভবনের বাইরে জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর একাধিক নেতা ও কর্মী বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় বাসভবনের চারপাশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।

পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীরা বাসভবনের চারদিকে দড়ি দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে, যাতে অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তবুও, বেশ কয়েকজন বিক্ষুব্ধ নেতা ও কর্মী সেখানে জড়ো হয়ে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন।

সাবেক বিধায়ক ও বর্তমান গোপালপুর (ভাগলপুর) কেন্দ্রের বিধায়ক গোপাল মণ্ডল সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার দাবিতে বাসভবনের সামনে ধর্ণায় বসে পড়েন। তিনি বলেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি। যতক্ষণ না তিনি আমার সঙ্গে দেখা করছেন ও টিকিট দেওয়ার ব্যাপারে আশ্বাস দিচ্ছেন, ততক্ষণ এখানেই বসে থাকব। পুলিশ যদি লাঠিচার্জ করে, করুক — আমি নড়ব না।'

গোপাল মণ্ডল বর্তমানে গোপালপুর আসন থেকে টানা চতুর্থবার নির্বাচিত বিধায়ক। তাঁর সঙ্গে কুরথা, নবীনগর ও দরভাঙ্গা থেকেও বহু কর্মী এই বিক্ষোভে অংশ নেন।

অন্যদিকে, ভাগলপুর থেকে জেডিইউ-এর বর্তমান সংসদ সদস্য অজয় মণ্ডলও তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। তিনিও টিকিট না পাওয়ার সম্ভাবনায় বিরক্ত হয়ে এই পদক্ষেপ নেন বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনার জেরে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের চারপাশে নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। তবে, দলীয় নেতৃত্বের তরফে এখনো পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

আরএসএস নিষিদ্ধ করা নিয়ে মহারাষ্ট্র কর্ণাটক সংঘাত: ফড়নবিসের হুঁশিয়ারি

বেঙ্গালুরু/মুম্বই, ১৪ অক্টোবর : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ নিষিদ্ধ করার দাবি ঘিরে কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া ও মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খাড়গে যেখানে সরকারি সম্পত্তিতে আরএসএস-এর শাখা কার্যক্রম বন্ধের পক্ষে সওয়াল করছেন, সেখানে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস কড়া ভাষায় তার বিরোধিতা করেছেন। ফড়নবিস বলেন, 'ইন্দিরা গান্ধী জি চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাকে ক্ষমতা হারাতে হয়েছিল।' এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দেন যে, আরএসএস নিষিদ্ধ করার চেষ্টা রাজনীতিকদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

পুরো বিতর্ক শুরু হয় প্রিয়াঙ্ক খাড়গের একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে, যেখানে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন, যেন সরকারি স্কুল, মন্দির ও খেলার মাঠে আরএসএস শাখা ও কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। তাঁর অভিযোগ, এসব কর্মসূচির মাধ্যমে যুব সমাজের মধ্যে বিভাজনের বীজ বোনা হচ্ছে। চিঠি প্রকাশের পর খাড়গে অভিযোগ করেন, তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, ফোনে গালিগালাজ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আরএসএস যখন গান্ধীজী ও বাবাসাহেব আম্বেদকরকে রেহাই দেয়নি, তখন আমি তো কিছুই না।'

বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়, যখন কর্ণাটক বিজেপি ২০০২ সালের একটি পুরনো ছবি প্রকাশ করে দাবি করে যে, প্রিয়াঙ্ক খাড়গের পিতা ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে নিজে এক সময় আরএসএস ক্যাম্পে গিয়ে সংগঠনের কাজের প্রশংসা করেছিলেন। জবাবে প্রিয়াঙ্ক বলেন, 'এটি মিথ্যা প্রচার।' তিনি ব্যাখ্যা করেন, তাঁর পিতা তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন এবং শান্তি কমিটির বৈঠকের পর পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে গিয়ে শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বার্তা দিতে ওই স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

এই বিতর্কের মাঝে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া বলেন, তামিলনাড়ুর নজির অনুসরণ করে কর্ণাটকে সরকারি সম্পত্তিতে আরএসএস-এর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে। ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিবকে বিষয়টি পর্যালোচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ. ডি. দেবেগৌড়ার স্বাস্থ্য উন্নতির দিকে এবং তিনি দু-এক দিনের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন। মন্ত্রিসভা রদবদল নিয়ে চলমান গুঞ্জনের জবাবে সিদ্ধারামাইয়া বলেন, 'আজকের ডিনার মিটিংয়ের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন হলে তা হবে দলের সিনিয়র নেতাদের মতামত ও হাইকমান্ডের অনুমোদনের ভিত্তিতে।'

বেঙ্গালুরুর একটি সাম্প্রতিক সরকারি অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মুনিরত্নর অংশগ্রহণ নিয়ে গুঞ্জনের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি কোনও কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না, আর কেউ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন কি না, তা আমার জানা নেই।' তিনি আশ্বাস দেন, কৃষ্ণা আপার বেসিন প্রকল্প যথাযথ অর্থায়নের মাধ্যমে আগামী চার বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে। ভাল্মিকি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এক বিধায়ক স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন, এবং মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণে ওই সম্প্রদায়কে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হবে কি না, তা পর্যালোচনা করা হবে।

এই বিতর্কের আবহে কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক তাপমাত্রা আরও বেড়েছে, এবং সামনে বিধানসভা নির্বাচন ও জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আরএসএস-কে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক আরও বড় আকার নিতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সোমবার মহিলা কংগ্রেসের তরফ থেকে পূর্ব মহিলা থানায় ডেপুটেশন। ছবি নিজস্ব।

PNIET No: 67/EE/CCD/PWD/2025-26, Dated, 09/10/2025

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES / Railway for the following work through e-procurement portal: Routine maintenance of High Court building during the year 2025-26 under PWD Capital Complex Sub-Division-I, Kunjaban Extension, Agartala/ Group-II. The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only. The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.

DNIET No: 64/DNIT/EE/CCD/PWD/2025-26

Estimated Cost: 9,70,613.00, Earnest Money: 19,412.00 and Time for completion: 180 (one hundred eighty) days

Last date & time for online Bidding: 21/10/2025 upto 3:00 PM

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD (Buildings)
Agartala, West Tripura.

ICA/C-2560/25

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION AGARTALA

Advt. No. 27/2025

Online applications are invited form bonafide citizens of India for selection of candidates for recruitment to permanent posts of **Inspector of Factories** (Group-A, Gazetted) in Factories & Boilers Organisation under Labour Department, Govt. of Tripura.
For detailed Adevertisement please visit -https://tpsc.tripura.gov.in.

Sd/-Illegible
(S MOG, IAS)
Secretary,
Tripura Public Service Commision.

WALK-IN-INTERVIEW

Applications in plain paper are hereby invited from the eligible female candidate for selection of Non-permanent engagement in the vacant posts of Anganwadi Workers & Anganwadi Helpers on "no- work no- honorarium" basis under CDPO, Karbook ICDS Project.

Details of Vacancy in Anganwadi Centres

Sl. No	Name of ADC village	Name of AWC	Name of Block	No of vacant post of Anganwadi workers	No of vacant post of Anganwadi Helpers
1	Suknachari	Suknachari ST Colony AWC	Shilachari	01	00
2	Barbill	Mongri Mog Para	Shilachari	00	01
3	Ghora Kappa	Pothachari AWC	Shilachari	01	00
4	Powang Bari	Tabida Para AWC	Karbook	01	00
5	East Manikya Dewan	Amresh Para	Karbook	00	01
6	South Karbook	Kunjari Mog Para	Karbook	01	00
7	Chellagang	Galiram Para AWC	Karbook	00	01
	Total			**04**	**03**

Application will be received from 17-10-2025 to 24-10-2025 on Govt working days from 10:00 AM to 4:00PM.
No TA/DA is admissible for appearing in walk-in interview
Date of interview: 04-11-2025(10:30 AM onwards)
More details are available in the notice board of the CDPO, Karbook ICDS Project
NB: - Under any unavoidable circumstances the interview process may postponed/ Cancelled without showing any reason.

ICA/D-1130/25

Child Development Project Officer
Karbook ICDS Project
Karbook Gomati Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 17/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2025-26 Dated- 09-10-2025.
The Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R & B), Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central up to 12.00 P.M. on 16-10-2025 for the following work: -

Sl No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIeT No: 35/DNIeTIEE/PWD/SBM/DIVN/25-26. Tender ID: 2025_ CEPWD_ 66104_1	23,72,474.134	47,449.00	90 Days	Upto 12.00 PM on 16/101/2025	At 12.30 PM on 16/10/2025	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No: 36/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/25-26. Tender ID: 2025 _ CEPWD _ 66105 _1	23,99,940.20	47,999.00	90 Days				
3	DNIeT No: 37/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/ 25-26. Tender ID: 2025_ CEPWD_ 66106_1	4,37,984.34	8,760.00	90 Days				

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.
Bid(s) shall be opened through online in e-procurement portal by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@gmail.com.

For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C-2572/25

Executive Engineer
Sabroom Division, PWD (R&B)
Sabroom, South Tripura.

NOTICE INVITING TENDER

Sl No.	Description of Work	Qnty	Cost of Document	Last date & Time for Application	Issue of Bidding Document	Bidding Document selling & Dropping Centre	Dropping Date & Time	Opening Date & Time
1	Notice Inviting Tender for carrying of Agri. Inputs Under Tepania Agri. Sub-Division	1(One) No.	Rs. 200/- Only	During Office hours on 25/10/2025	Upto 4.00 PM on 26/10/2025	Office of the Superintendent of Agriculture Tepania Agri Sub-Division, Gomati Tripura	Upto 3.00 PM on 29/102/2025	On 30/10/2025 At 12 PM

ICA/C-2570/25

Supdt. of Agriculture Tepania Agri. Sub-Division Udaipur, Gomati District

ঊনকোটিতে এইচআইভি ও এইডস সচেতনতায় জেলাস্তরের “রেড রান” আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: ঊনকোটিতে এইচআইভি ও এইডস সচেতনতায় জেলাস্তরের “রেড রান” আয়োজন। আজ সকালে ঊনকোটি জেলার জেলা ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি -এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হলো জেলা স্তরের “রেড রান” অনুষ্ঠান। সকাল ৬:৩০টায় জেলা ক্রীড়া দপ্তরের প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে দৌড়টি কৈলাসহর বিমানবন্দর পর্যন্ত গিয়ে ফেরত আসে প্রারম্ভিক স্থানে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রধান চিকিৎসা আধিকারিক ডাঃ সিরসেন্দু চাকমা, জেলা ক্রীড়া অধিকর্তা অনুপ যাদব সহ অন্যান্যরা। উদ্বোধনী ভাষণে অমলেন্দু দাস বলেন, “রেড রান শুধু একটি দৌড় নয়, এটি সমাজকে সচেতন করার এক প্রয়াস। এইচআইভি ও এইডস সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা দূর করতে হবে। সচেতনতা, নিরাপদ অভ্যাস ও সহানুভূতিই পারে এই রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করতে। অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্ক, সংক্রমিত রক্ত, ব্যবহৃত সূচ কিংবা মা থেকে সন্তানের মাধ্যমে এইচআইভি ছড়াতে পারে, তবে স্পর্শ, হ্যান্ডশেক বা খাবার ভাগাভাগিতে নয়।অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও সনদ তুলে দেওয়া হয়। জেলা ক্রীড়া দপ্তর জানায়, সমাজে স্বাস্থ্য ও সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে ভবিষ্যতেও এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে অভিযুক্ত বুথ প্রেসিডেন্টকে গ্রেপ্তারের দাবিতে পূর্ব মহিলা থানায় মহিলা কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: শ্লীলতাহানির অভিযোগে অভিযুক্ত বুথ প্রেসিডেন্ট শিবু সাহাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ আগরতলার পূর্ব মহিলা থানায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করল মহিলা কংগ্রেস। অভিযোগ, এক আবাসনে প্রবেশ করে এক মহিলা ও তাঁর দুই কন্যার প্রতি অশালীন আচরণ করেন অভিযুক্ত বুথ প্রেসিডেন্ট শিবু সাহা। ঘটনার পর ভুক্তভোগী পরিবার মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও, অভিযুক্তকে এখনো গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছে মহিলা কংগ্রেস। সংগঠনের অভিযোগ, অভিযুক্ত শিবু সাহা দিব্যি এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে স্থানীয় মহলে। এছাড়াও অভিযোগ উঠেছে, অভিযুক্ত ও তার সহযোগীরা ভুক্তভোগী পরিবারকে মামলা প্রত্যাহারের জন্য হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। এই পরিস্থিতিতে অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেপ্তার ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে আজ মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পূর্ব মহিলা থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী নেত্রীদের দাবি, “আইন সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অপরাধীদের রক্ষা করা বন্ধ করতে হবে।” পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সংগঠনটি।

২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলে “মন কি বাত” অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ অক্টোবর: বিজেপি ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের অন্তর্গত নেতাজী শক্তিকেন্দ্রের ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ নম্বর বুথের উদ্যোগে আজ অনুষ্ঠিত হলো “মন কি বাত” অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বৈঠক। এই দিনের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মণ্ডলের সহ-সভাপতি গোপাল দাস। উপস্থিত ছিলেন মণ্ডলের অফিস সম্পাদক ও “মন কি বাত” মণ্ডল কনভেনর রামপ্রসাদ কর্মকার , মণ্ডল সদস্য ভূষণ দাস সহ এলাকার অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। বৈঠকে আসন্ন “মন কি বাত” কর্মসূচিকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, বুথভিত্তিক কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা, এবং জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খোয়াই জেলা হাসপাতালে সফল অস্ত্রোপচারে যন্ত্রণামুক্ত হয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন রোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: খোয়াই জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ আমন দেববর্মা দক্ষতার সাথে একের পর এক সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করে শুধু রোগীদের শারীরিক যন্ত্রণাই দূর করছেন না, বরং তাদের উপহার দিচ্ছেন এক নতুন ও সুন্দর জীবন। কিছুদিন যাবৎ ৩৮ বছর বয়সী খোয়াই মিউনিসিপাল কাউন্সিলের ৬ নং ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা পায়ে মারাত্মক ব্যথায় ভুগছিলেন। এই যন্ত্রণার কারণে তাঁর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হচ্ছিল। রোগী গত ৭ অক্টোবর খোয়াই জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ আমন দেববর্মার কাছে যান।

ডাঃ আমন দেববর্মা রোগীর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং এক্স-রে রিপোর্ট বিশ্লেষণের পর নিশ্চিত হন যে রোগীর পায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ টেন্ডন ছিড়ে গিয়েছে, যার তাৎক্ষণিক অস্ত্রোপচার একান্ত অপরিহার্য। ডাঃ দেববর্মার পরামর্শ ও আশ্বাসে রোগী ও তাঁর পরিবার পরিজনেরা খোয়াই জেলা হাসপাতালেই ডাঃ আমন দেববর্মার অধীনেই অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর ডাঃ আমন দেববর্মা খোয়াই জেলা হাসপাতালে গত ৯ অক্টোবর রোগীর সফল অস্ত্রোপচার করেন। এই অস্ত্রোপচারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ আমন দেববর্মার সাথে অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ বিশ্বজিৎ দেববর্মা।

ডাঃ দেববর্মার দক্ষতার সাথে রোগীর টেন্ডন রিপেয়ার অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করেন। এই অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে রোগী সম্পূর্ণ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করে এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। এখন রোগীর মুখে স্বস্তি ও প্রশান্তির হাসি ফুটে উঠেছে। উল্লেখ্য, ”আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা-র অধীন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই অস্ত্রোপচারটি করা হয়েছে। সরকারের এই প্রকল্পের সুবিধার ফলে রোগীর পরিবারকে অর্থ ব্যয় করতে হয়নি। অস্ত্রোপচারের পর তিনি এখন চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রয়েছে এবং তাঁর পায়ের অনেক উন্নতি ঘটেছে। ডাঃ আমন দেববর্মার ধারাবাহিক সাফল্য প্রমাণ করে যে সঠিক পরিকাঠামো ও নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক থাকলে জেলা সপাতালেও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই রোগী ও রোগীর পরিবার জেলা হাসপাতালে এই ধরনের পরিষেবা লাভ করে খুব খুশী এবং চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

খোয়াই জেলার ১২ টি বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক পারস্পরিক আলোচনা ও পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: মঙ্গলবার বেলা ১২ টায় খোয়াই বিআরসি হলে খোয়াই জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যেগে খোয়াই জেলার ১২ টি বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক পারস্পরিক আলোচনা ও পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আহ্বায়ক ছিলেন খোয়াই জেলা শিক্ষা আধিকারিক স্বপন সরকার প্রধান বক্তা ও বিশেষ আলোচক হিসেবে যথাক্রমে ত্রিপুরা সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধিকর্তা নৃপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা এবং বিদ্যাজ্যোতি সেলের সিবিএসই বিশেষজ্ঞ স্বপন মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতেই মঞ্চে আসীন অতিথিদের উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরন করে নেওয়া হয়।

এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বপন সরকার পরপর বক্তব্য রাখেন স্বপন মজুমদার নৃপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা। এই দিন খোয়াই জেলার সমস্ত বিদ্যাজ্যোতি স্কুল থেকে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে সভার অতিথিরা স্কুলে শিক্ষার মান উন্নত করতে এবং বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে বিস্তৃত ভাবে আলাপ-আলোচনা করেন। সভাটি সার্বিকভাবে পরিচালনা করেন খোয়াই জেলা শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তা সৌর প্রতিম শর্মা। সবশেষে আহ্বায়ক স্বপন সরকার ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রেখে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিশ্রামগঞ্জে চুরির হিড়িক, পদ্মনগর ভিলেজ থেকে উধাও চার লক্ষ টাকার রয়েল এনফিল্ড বাইক

বিশ্রামগঞ্জ, ১৪ অক্টোবরঃ বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত পদ্মনগর ভিলেজের ১ নম্বর ওয়ার্ড দক্ষিণ আদিবাসী কলোনি এলাকায় ফের চুরির ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সম্প্রতি এই এলাকায় চুরির ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলেছে। সর্বশেষ ঘটনায় চোরের দল ঘরের দরজা ভেঙে নিয়ে গেছে এক ৫০০ সিসি রয়েল এনফিল্ড মোটরবাইক (নম্বর টিআর ০১ত্তজেডত্ত৮৪০০), যার বাজারমূল্য প্রায় চার লক্ষ টাকা। চুরির শিকার সিপাহীজলা এগ্রিকালচার ডেপুটি ডিরেক্টর অফিসের অধীনস্থ এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট বিনোদ দেববর্মা। তিনি জানান, ঘটনাটি ঘটে গত ১১ অক্টোবর গভীর রাতে। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান, ঘরের দরজা ভাঙা এবং বাইকটি উধাও। পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয়রা মিলে চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান পাননি।

বিনোদ দেববর্মা পরে বিশ্রামগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্তও করে। কিন্তু ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও চুরি হওয়া বাইকের কোনো খোঁজ মেলেনি। মঙ্গলবার দুপুরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বাইকের মালিকের ভাই অসিত দেববর্মা জানান, এই এলাকায় চুরির ঘটনা নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু বখাটে যুবক ও নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্যে মানুষ আজ নিরাপত্তাহীন। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যাতে দ্রুত চোরদের গ্রেপ্তার করে চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করা হয় এবং এলাকায় টহলদারি বাড়ানো হয়।

ধর্মনগরে বিদ্যুৎ দপ্তরের সাঁড়াশি অভিযানে বিতর্ক, জেলা কংগ্রেস সভাপতির গ্রেপ্তারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ অক্টোবর: ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবার অব্যবস্থাপনা ও স্মার্ট মিটারের ত্রুটিজনিত গ্রাহক ভোগান্তি নিয়ে অভিযোগ নতুন নয়। সেই প্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার সকালে ধর্মনগরের নয়াপাড়া ও দেওয়ানপাশা এলাকায় বিদ্যুৎ দপ্তরের ভিজিল্যান্স টিম সাঁড়াশি অভিযান চালায়। তবে এই অভিযানের প্রক্রিয়া ও কর্মীদের আচরণকে কেন্দ্র করে মুহূর্তেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

অভিযোগ, অভিযানের সময় কিছু কর্মকর্তার ব্যবহার ছিল অসৌজন্যমূলক, যা এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। আরও চাঞ্চল্যকর মুহূর্ত দেখা দেয় যখন ভিজিল্যান্স টিম কংগ্রেসের উত্তর জেলা সভাপতি দ্বিগবিজয় চক্রবর্তীর বাড়িতে গিয়ে বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়।ঘটনার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকরা ধর্মনগর থানার সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, কোনো নোটিশ বা বৈধ নথি ছাড়াই জেলা সভাপতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অভিযানের বিষয়ে থানার প্রশাসনকেও আগে থেকে অবহিত করা হয়নি। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান থানার অফিসার-ইন-চার্জ মিনা দেববর্মা এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার। পরে উভয় পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিদ্যুৎ দপ্তরের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার গোপেশ ঘোষ ঘটনার ব্যাখ্যায় বলেন, “পুরো ঘটনাটি একটি ভুল বোঝাবুঝির ফল, যা ইতিমধ্যেই মিটমাট হয়ে গেছে।”একইসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক চয়ন ভট্টাচার্য্যও জানান, “দু’পক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, প্রশাসনের উপস্থিতিতেই বিষয়টি সমাধান করা হয়েছে।”তবুও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহক কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের এইভাবে হেনস্থা করার সাহস ওই দপ্তরের কর্মকর্তারা কোথা থেকে পান? বিশ্লেষক মহলের মতে, যদি এই পদক্ষেপ কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রয়াস হয়, তবে তা সরকারের ভাবমূর্তিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

বিশালগড়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পেঁয়াজ চাষের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৪ অক্টোবর: কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, ভারতীয় সবজি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সিপাহীজলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে সম্প্রতি বিশালগড় এগ্রিসেক্টর অফিসের হলঘরে ৩ দিনব্যাপী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পেঁয়াজ চাষের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব।

এছাড়াও রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মহাবিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক ড. ত্রিদীপ ভট্টাচার্য, এগ্রিকালচ্যারাল টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি ব্লক টেকনোলজি টিম, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ড. উৎপল দে প্রমুখ। ৩ দিনে জেলার মোট ৮৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণকালে লক্ষ্মীবিল গ্রামের ১০ জন কৃষকের ৬ কানি জমিতে পেঁয়াজ চাষ করার জন্য ৫ কেজি বীজ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় অগ্রিসেক্টর অফিসার প্রবীর দত্ত, কৃষিতত্ত্বাবধায়ক হিমানিশ লস্কর। বিশালগড় কৃষি তত্ত্বাবধায়কের অফিস থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

আগরতলায় রেড রান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: এইডস থেকে মুক্তি পেতে যুব সমাজকে নেশা মুক্ত করতে হবে। নেশার দিকে ধাবিত না হয়ে সুস্থ সমাজ গঠনে যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এবং রাজা এইডস কন্টোল সোসাইটির সহযোগিতায় আয়োজিত পশ্চিম জেলাভিত্তিক রেড রান প্রতিযোগিতা ২০২৫ এবং তামাক মুক্ত যুব অভিযান ৩.০-এ উপস্থিত থেকে একথা বলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত জিলা সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল।

যুব সমাজকে নেশা থেকে, এইচ আই ভি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যুব সমাজকে খেলাধুলা এবং বিভিন্ন শারীরিক চর্চার মাধ্যমে সুস্থ রাখার বার্তা দেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার। অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক যুব সমাজকে নেশামুক্ত থাকার সচেতনতামূলক বার্তা দেন। আজ উমাকান্ত বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন থেকে সকাল ৭ টায় এই রেড রান অনুষ্ঠান শুরু হয়। অতিথিদের দ্বারা শপথ বাক্য পাঠ করে সবুজ পতাকা নেড়ে এই ম্যারাথন দৌড় শুরু করা হয়। বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও এই দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন।

১৬ অক্টোবর সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক ম্যারাথন দৌড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিপাহিজলা, ১৪ অক্টোবর: এইচ আই ভি/এইডস রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৬ অক্টোবর সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক ১০ কিমি দূরত্বের ম্যারাথন দৌড় ’ রেড রান’ আয়োজিত হবে। এই উপলক্ষে সম্প্রতি সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সোয়ালের সভাপতিত্বে জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, এই ম্যারাথন দৌড় সিপাহীজলা চিড়িয়াখানার প্রধান গেট থেকে শুরু হয়ে চিড়িয়াখানার অধিকর্তার কার্যালয়ের সম্মুখে গিয়ে শেষ হবে। এই ’রেড রান ’ ম্যারাথনে বিশালগড়ের কবিগুরুঃ রবীন্দ্রনাথঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের ৬০ জন ছাত্র এবং ২০ জন ছাত্রী, সোনামুড়ার কাজী নজরুল মহাবিদ্যালয়ের ২০ জন ছাত্র এবং ১০ জন ছাত্রী, আই টি আই বিশ্রামগঞ্জের ৬০ জন ছাত্র এবং ৩০ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করবে। বালক ও বালিকা বিভাগে পুরস্কার প্রদান করা হবে। প্রতি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন পাবে ৫০০০ টাকা, প্রথম রানার্স আপ পাবে ৩০০০ টাকা, দ্বিতীয় রানার্স আপ পাবে ২০০০ টাকা। এছাড়াও সান্ত্বনা পুরস্কার রূপে ১২ জন অংশগ্রহণকারীকে ১০০০ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। দুই বিভাগের নির্বাচিত প্রতিযোগিরা ১৮ অক্টোবর আগরতলায় রাজ্যভিত্তিক ’রেড রান’ ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করবে।

স্পেসিফাইড স্কিলড ওয়ার্কার প্রোগ্রাম মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের সুযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা রাজ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনজাতি (এস.টি.) শিক্ষার্থী সফলভাবে এএনএম, জিএনএম এবং বি.এসসি নার্সিং কোর্স সম্পন্ন করেছে। এই সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি জানিয়ে, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তর ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর যৌথভাবে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে জনজাতি যুবসমাজকে নার্সিং প্রশিক্ষণ, জাপানি ভাষা শিক্ষা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জাপানের স্পেসিফাইড স্কিল্ড ওয়ার্কার কর্মসূচির আওতায় আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা হচ্ছে।

এই কর্মসূচির অধীনে জাপান প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পন্ন বিদেশি কর্মীদের তাদের অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করছে। দক্ষ ভারতীয় পেশাজীবীদের জাপানে নিয়োগের প্রক্রিয়াকে সহজতর করার লক্ষ্যে ভারত ও জাপান সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার ফলে ভারতীয় যুবসমাজের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মসংস্থানের মূল্যবান সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এই কর্মসূচির আওতায় এন.এস.ডি.সি. ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি, গ্রেটার নয়ডা, দিল্লি এন.সি.আর.-এ প্রার্থীদের নয় মাসব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণের সুবিধা প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ ব্যয়, খাদ্য ও আবাসন খরচ, ভিসা সংক্রান্ত ব্যয়, চিকিৎসা খরচ ইত্যাদি সমস্ত ব্যয়ভার কর্মসূচির পক্ষ থেকে বহন করা হবে। উক্ত কর্মসূচিটি মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনের আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হবে।

এই কর্মসূচির অধীনে ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি (এস.টি.) সম্প্রদায়ভুক্ত স্থায়ী বাসিন্দা, যাদের বয়স ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে রয়েছে সকলে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারী অবিবাহিত হতে হবে এবং তার পরিবারের বার্ষিক আয় পাঁচ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা যারা এ.এন.এম. জি.এন.এম. বি.এসসি নার্সিং কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৬০ꣳ নম্বর অর্জন করেছেন এবং ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিলের স্টেট নার্সেস রেজিস্টারে নিবন্ধ রয়েছে তারা এই কর্মসূচির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

এই গুগল ফর্ম লিঙ্কের মাধ্যমে উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১শে অক্টোবর, ২০২৫। বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, প্রার্থীরা ভিজিট করতে পারেন। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার

● প্রথম পাতার পর

মাদকদ্রব্যের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা হবে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং আজই তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

তিনি আরও জানান, এলাকায় মাদকচক্র রুখতে পুলিশের পক্ষ থেকে লাগাতার নজরদারি চালানো হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এমন অভিযান জারি থাকবে।

জাতীয় স্তরে অংকন প্রতিযোগিতায় সাফল্য সরকারটিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছয় ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,১৪ অক্টোবর: জাতীয় স্তরে অংকন প্রতিযোগিতায় ছয়টি পুরস্কার পেয়ে তাক লাগালো বিশালগড়ের সরকারটিলা উচ্চ বিদ্যালয়। শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা নয় সরকারী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশে কাজ চলছে। তার নিদর্শন পাওয়া গেল বিশালগড়ের এই বিদ্যালয়ে। কিছুদিন পূর্বে জাতীয়স্তরে আয়োজিত রঙ্গোৎসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে এই বিদ্যালয়ের ১৫ জন শিক্ষার্থী। অনলাইনে শিশুরা তাদের নিজ হাতে আঁকা ছবি পাঠায় সেই প্রতিযোগিতায়।

সেই প্রতিযোগিতায় সরকারটিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনজন স্বর্ণ পদক, দুইজন রৌপ্য পদক এবং একজন ব্রোঞ্জ পদক পায়। এবং একজন স্বান্তনা পুরস্কার পায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে পদক জয়ী প্রত্যেকেই ছাত্রী। মনীষা দাস, জিশা সাহা, প্রেয়সী সূত্রধর, পৌষালী সরকার, সুস্মিতা দাস, মুনমুন বিশ্বাস এবং পম্পী দাস। মঙ্গলবার বিদ্যালয়ে এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজয়ীদের হাতে দিল্লী থেকে আসা পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এদের এই ফলাফলে সমস্ত স্কুলে ছিল আনন্দের পরিবেশ।

সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহত বাইক আরোহীর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই সময় এলাকায় যানবাহনের ভিড় থাকায় দুর্ঘটনাটি হঠাৎ করেই ঘটে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে।

কালীটিলার জঙ্গল থেকে উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

মহিলা তার স্বামী সহ পলাতক।

আজকে বিকেলে জানা যায় , আরকে নগর এলাকার কালীটিলার জঙ্গলে একটি গাছে নিখোঁজ মহিলা বিশাখা সরকারের দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। সাথ সাথেই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ তাকে খুন করা হয়েছে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র আতঙ্কের পাশাপাশি ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সাত সকালে যুবকের মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

প্রথমে রাস্তার পাশে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকা যুবককে দেখতে পান এবং খবর দিয়েছেন তেলিয়ামুড়া থানায়। খবর পেয়ে ওসি জয়ন্ত কুমার দের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং মৃতদেহটি উদ্ধার করে।পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম ভজন দেবনাথ। বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনে আগরতলা থেকে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের ডাকা হয়েছে।

এদিকে, পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ

ভজনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। ফরেনসিক রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিতভাবে বলা যাবে। এই ঘটনার পর চাকমাঘাট ও আশপাশের এলাকায় জনমনে আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।

অসামাজিক কাজের

● প্রথম পাতার পর

মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ছাত্রদের একাংশ ক্ষোভে ফেটে পড়ে, শুরু হয় বাগ্‌বিতণ্ডা ও ধাক্কাধাক্কি।

খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্ত ছাত্রকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানেও থেমে থাকেনি উত্তেজনা থানার সামনে অভিযুক্তের এক আত্মীয়কে মারধর করার অভিযোগ উঠতেই পরিবেশ আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

অবশেষে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাটিকে ঘিরে ধর্মনগর জুড়ে চাঞ্চল্যের পাশাপাশি ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

রাস্তার বেহাল অবস্থায় ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। মেলাঘর অংশে পুরনো রাস্তার কোনো চিহ্নই আর অবশিষ্ট নেই পুরো রাস্তা খুঁড়ে ফেলে বালু ও ধুলোয় পরিণত হয়েছে এলাকাটি।

অভিযোগ, ঠিকাদারী সংস্থা রাস্তা জল দিয়ে ভেজানোর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না, ফলে বাতাসে বালু ও ধুলো উড়ে আশপাশের বাড়িঘরে ঢুকে পড়ছে। ফলে নিত্য হয়রানির শিকার হচ্ছেন এলাকাবাসী।

এরই প্রতিবাদে আজ সকালে ইন্দিরানগর কলনী এলাকার নারী-পুরুষ মিলিতভাবে রাস্তায় নেমে অবরোধ গড়ে তোলেন। ঘটনাস্থলে পরে পৌঁছে ঠিকাদারী সংস্থার কর্তৃপক্ষ এলাকাবাসীর সঙ্গে আলোচনা করে পাঁচ দিনের মধ্যে রাস্তা পিচ করার আশ্বাস দেন। আশ্বাস পাওয়ার পর স্থানীয়রা অবশেষে অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

বিধায়ক বীরজিৎ-এর

● প্রথম পাতার পর

এই ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে চাউর হতেই বাম কর্মী সমর্থকদের মধ্যে নজিরবিহীন ক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়। তারা বিরজিত বাবুর এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানায় সামাজিক মাধ্যমে। সামাজিক মাধ্যমে দুই দলের কর্মী সমর্থকরা পক্ষে-বিপক্ষে নানান যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করছেন। সেই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী কৈলাসহর মহকুমা কমিটি ও জেলা কমিটি যৌথভাবে তাদের দলীয় অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন। সেই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম ঊনকোটি জেলা কমিটির সম্পাদক সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, মহকুমা কমিটির সম্পাদক অঞ্জন রায় এবং সিপিআইএম নেতা কান্তি লাল দেব।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক সিনহার বক্তব্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই সিপিআইএম ঊনকোটি জেলা কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বিরজিত বাবুর এই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন যে, বিগত ২০২৩সালের বিধানসভা ভোটে ও ২০২৪সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কৈলাসহরে কংগ্রেসের জয়ের পেছনে বামেরা যে বড় অংশীদার ছিল তা তারা মনে করিয়ে দেন। তাছাড়াও উনারা বিরজিত সিনহাকে কটাক্ষ করে জানান যে, বিরজিত সিনহার পারিবারিক শিক্ষা নেই এবং রাজনৈতিক শিষ্ঠাচার বলতে বিরজিত সিনহা জানেন না। ভোটের সময় টাকা দিয়ে এভাবে প্রকাশ্যে বিরুপ মন্তব্য করায় তীব্র নিন্দা জানান। কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী এও জানান যে, ২০২৪সালের লোকসভা ভোটের সময় সিপিআইএম দলের পক্ষ থেকেও কংগ্রেস দলকে টাকা দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু আজ অব্দি সিপিআইএম দলের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে সেই টাকার ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। অথচ বিরজিত বাবু প্রকাশ্যে সিপিআইএম দলকে নিয়ে নানান কুকথা বলে যাচ্ছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত সিপিআইএম কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সম্পাদক অঞ্জন রায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, বিরজিত সিনহা সিপিআইএম দলের ৫টি এলসি নিয়ে যে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তাতে বিরজিত সিনহা নিজেই নিজের ছোট মানষিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়াও উনি বলেন যে, ২০২৩সালের বিধানসভা ভোটে যদি সিপিআইএম দলের কর্মী সমর্থকরা ভোট না দিতো তাহলে কোনো অবস্থাতেই বিরজিত সিনহা ভোটে জয়ী হতে পারতেন না বলেও জানান।

াঙ্গন

উত্তর ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক রেড রান প্রতিযোগীতা ২০২৫ অনুষ্ঠিত

আগরতলা।। উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ও উত্তর ত্রিপুরা জেলা যুব ও ক্রীড়া দপ্তর ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় এবং ত্রিপুরা রাজ্য এইডস কন্টোল সোসাইটির উদ্যোগে আজ ১৪ই অক্টোবর উত্তর জেলার সদর দপ্তর ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হয় জেলা ভিত্তিক রেড রান প্রতিযোগিতা ২০২৫। এই রেড রান ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় উত্তর জেলার বিভিন্ন কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উক্ত প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন অপর্ণা নাথ সভাধিপতি উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদ। সভাপতিত্ব করেন মিতালী দাস সেন চেয়ারপারসন ধর্মনগর পুর পরিষদ।

এছাড়া অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাজল দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তর ত্রিপুরা জেলা, উত্তর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর দীপক হালদার, বিভাবাসু গোস্বামী জিলা ক্রিড়া আধিকারিক উত্তর ত্রিপুরা, রঘুনন্দন দাস প্রিন্সিপাল ইনচার্জ ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়, ডাক্তার অরিন্দম দাস জিলা এইডস কন্টোল অফিসার উত্তর ত্রিপুরা, শুভ্রজিৎ ভট্টাচার্য্য যুগ্ম অধিকর্তা ত্রিপুরা রাজ্য এইডস কন্টোল সোসাইটি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডঃ দীপক হালদার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। এই রেড রান প্রতিযোগীতা এক জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা , আজ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আজ একসাথে সেই অনুষ্ঠান পালিত হয়। রেড রান ২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারি দুই বিভাগের ছেলে

ও মেয়েদের মধ্যে বিজয়ী প্রথম স্থান অর্জনকারিকে ৫০০০ টাকা, দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারিকে ৩০০০ টাকা, তৃতীয় স্থান অর্জনকারিকে ২০০০ টাকা এবং ১২জন করে দুই বিভাগের ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ১০০০টাকা করে ক্যাশ ওয়ার্ড রাশি ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয় উদ্যোগতাদের পক্ষ থেকে। দুই বিভাগের মোট ৩০জন প্রতিযোগী আগামী ১৮ই অক্টোবর ২০২৫ আগরতলায় অনুষ্ঠিত রাজ্য ভিত্তিক রেড রান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। অনুষ্ঠানে উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার সদস্য, উত্তর ত্রিপুরা জেলা যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের এবং ত্রিপুরা রাজ্য এইডস কন্টোল সোসাইটির কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় জুডো চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ত্রিপুরা দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আসন্ন সাব জুনিয়র ন্যাশনাল জুডো চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-২৬ বালক বালিকা আগামী ১৬ থেকে ২০ নভেম্বর হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, এই লক্ষ্যে ত্রিপুরা জুডো দল গঠনের জন্য আজ, মঙ্গলবার অল ত্রিপুরার জুডো এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক সাব জুনিয়র বালক বালিকা দলের নির্বাচনী শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্ট কমপ্লেক্সের এর ইনডোর স্টেডিয়ামে উক্ত নির্বাচনী শিবিরে মোট ১১২ জন জুডোকা ও অফিসিয়াল অংশগ্রহণ করেন। উক্ত নির্বাচনী শিবিরে রাজ্যের সবকটি জেলা থেকে জুডোকারা অংশগ্রহণ করেছেন। অনেকদিন পর রাজ্য জুডোর এই সিলেকশন ট্রায়াল এর প্রক্রিয়া খুব সুন্দর এবং সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়েছে। যা দেখে রাজ্যের সবকটি জেলার খেলোয়ারগন, সদস্য, কোচ এবং অফিসিয়ালরা অত্যন্ত খুশি এবং আনন্দিত। অনেকদিন পর রাজ্যে জুডো তে এই সুন্দর বাতাবরণ যা একমাত্র সম্ভব হয়েছে অল ত্রিপুরা জুডো অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ উদ্যোগে।

উক্ত নির্বাচনে শিবির থেকে ১৭ জন জুডোকাদের নির্বাচন করা হয়েছে। এই নির্বাচনী শিবিরে দাপট দেখিয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জুডোকারা। পরবর্তী সময়ে এই ১৭ জনের মধ্য থেকে যদি কেউ কোনও কারণে মূল পর্বে যেতে না চায় তাহলে, যারা যারা দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে তাদের মধ্যে থেকে পরবর্তী সময় তাদের মূল দলে নেয়া হবে। উক্ত ১৭ জনের মধ্যে ১১ জন উত্তর জেলা থেকে, দুইজন ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল বাধারঘাট থেকে ও পশ্চিম জেলা থেকে একজন, দক্ষিণ জেলা থেকে একজন ও গোমতী জেলা থেকে একজন নির্বাচিত হয়েছে প্রথম ১৭ তে। এই প্রথমবার সাব জুনিয়র বিভাগের নির্বাচনী শিবিরে এত সংখ্যক জুডোকা এবং অফিসিয়ালরা অংশগ্রহণ করেছে যেটা রাজ্যে জুডোর জন্য এক ভালো সংকেত। বিগত অনেক বছর পর আজকের এই সুন্দর এই জুডো খেলার এই পরিবেশের এর জন্য রাজ্যসংস্থা ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে অল ত্রিপুরার জুডো অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। নির্বাচিত খেলোয়ারা হলো: বালক বিভাগে অভিক চাকমা, ময়াধন চাকমা, বিশ্বজিৎ চাকমা, দিলশান ত্রিপুরা, সাকরিয়া কাইপেং, জেমসন রিয়াং, রাজা নম দাস, বেদপ্রিয় দেব। বালিকা বিভাগে দীপান্বিতা ধর, প্রিয়াঙ্কা দাস, লাইকা চাকমা, শ্রীময়ী চাকমা, মনিকা চাকমা, রোশনি চাকমা, জিনা চাকমা, বিশাখা চাকমা, পূর্ণিমা দেব। সংস্থার সচিব এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

আড়াই দিনে নয়, ‘লড়াই’ করে পঞ্চম দিনে টেস্ট হারল ওয়েস্ট ইন্ডিজ!

দুই টেস্টের ম্যাড়মেড়ে সিরিজ হাসতে হাসতে জিতে গেল ভারত

প্রথম টেস্টে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দ্বিতীয় টেস্টে একটু বেশি লড়াই করল তারা। ব্যস ওইটুকুই। তার বেশি আর কিছু হল না। যে রকম আশা করা গিয়েছিল, ঠিক তেমনই এক ম্যাড়মেড়ে সিরিজ হল। প্রথম টেস্ট আড়াই দিনে জিতেছিল ভারত। দ্বিতীয় টেস্ট জিততে লাগল পুরো চার দিন ও পঞ্চম দিনের এক ঘণ্টা। কোনও রকমে ইনিংসে হার বাঁচাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু ম্যাচে হার বাঁচাতে পারল না তারা। ৭ উইকেটে দ্বিতীয় টেস্ট জিতে সিরিজ চুনকাম করলেন শুভমন গিলেরা। টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে প্রথম সিরিজ জিতলেন তিনি।পঞ্চম দিন ভারতের জিততে দরকার ছিল ৫৮ রান। হাতে ছিল ৯ উইকেট। এই পরিস্থিতি থেকে যে ভারত হাসতে হাসতে জিতবে তা নিশ্চিত ছিল। প্রশ্ন ছিল অন্য। লোকেশ রাহুল ও সাই সুদর্শন জুটিই কি দলকে জেতাতে পারবেন? না কি আরও উইকেট পড়বে? দেখে মনে হচ্ছিল পারবেন। কিন্তু ৩৯ রানের মাথায় রস্টন চেজের দুর্দান্ত ক্যাচে ফিরলেন সুদর্শন। ফলে অধিনায়ক শুভমনকে নামতে হল। তিনি নেমে বড় শট খেলার চেষ্টা করছিলেন। সেই চেষ্টায় ১৩ রান করে আউট হলেন তিনি। রাহুল অবশ্য এক দিকে টিকেছিলেন। দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন। ৫৮ রান করে অপরাজিত থাকলেন রাহুল।দিল্লিতে প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটে ৫১৮ রানে ডিক্লেয়ার করে ভারত। ১৭৫ রান করেন যশস্বী জয়সওয়াল। অপরাজিত ১২৯ রান করেন অধিনায়ক শুভমন। সুদর্শন খেলেন ৮৭ রানের ইনিংস। জবাবে ২৪৮ রানে শেষ হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস। ৫ উইকেট নেন কুলদীপ যাদব। রবীন্দ্র জাডেজার ঝুলিতে ৩ উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ফলো-অন করায় ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য ক্যারিবীয় দলের ব্যাটিংয়ে অন্য ছবি দেখা যায়। তার একটা বড় কারণ দিল্লির মাঠের উইকেট।তৃতীয় দিনের শেষ সেশনেই দেখা যাচ্ছিল, দিল্লির পিচ থেকে কোনও সুবিধা পাচ্ছেন না বোলারেরা। সেই ছবি চতুর্থ দিনও দেখা গেল। প্রথম সেশনে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজেরা সবরকম চেষ্টা করলেন। কিন্তু উইকেট তুলতে পারছিলেন না। দুই ক্যারিবীয় ব্যাটার জন ক্যাম্পবেল ও শাই হোপ ধীরেসুস্থে দলের রান এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।দলের তিন স্পিনারকেও আক্রমণে আনেন অধিনায়ক শুভমন। তাতেও কিছু হচ্ছিল না। মাঝেমাঝে জাডেজার বল দুই ব্যাটারকে কিছুটা সমস্যায় ফেলছিল। ছক্কা মেরে শতরান করেন ক্যাম্পবেল। টেস্টে এটি তাঁর প্রথম শতরান। ভাল দেখাচ্ছিল এই বাঁহাতি ব্যাটারকে। জাডেজার বলে তাঁর ক্যাচ ফেলেন ধ্রুব জুরেল। যদিও পরের বলেই রিভার্স সুইপ মারতে গিয়ে ১১৫ রানের মাথায় আউট হন ক্যাম্পবেল। তৃতীয় উইকেটে ১৭৭ রানের জুটি বাঁধেন ক্যাম্পবেল ও হোপ।শেষ বার ২০০২ সালে ভারতের মাটিতে শতরান করেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোনও ওপেনার। কলকাতার মাঠে ওয়েভেল হাইন্ডসের শতরানের ২৩ বছর পর দিল্লির মাঠে সেই কীর্তি করে দেখালেন ক্যাম্পবেল। সিরিজে প্রথম কোনও ব্যাটারের খেলাতে আত্মবিশ্বাস দেখা গেল।ক্যাম্পবেল ফিরলেও খেলার ধরন বদলায়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এ বার হোপের সঙ্গে জুটি বাঁধেন অধিনায়ক চেজ। পিচ এতটাই মন্থর যে ব্যাটারেরা সময় পাচ্ছিলেন। ফলে উইকেট তুলতে পারছিলেন না বোলারেরা। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর শতরান করেন হোপও। শেষ ২০১৭ সালে টেস্টে শতরান করেছিলেন তিনি। আট বছর পর আবার তিন অঙ্কে পৌঁছোলেন। ৫১ বছর পর ভারতের মাটিতে এক ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ব্যাটার শতরান করলেন।

ক্যারাটের জাতীয় রেফারি জাজেস পরীক্ষায় ত্রিপুরার তিনজন উত্তীর্ণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ক্যারাটের জাতীয় রেফারি -জাজেস পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হলেন ত্রিপুরা রাজ্যের তিনজন যথাক্রমে মুক্তা দেবনাথ , কৃষ্ণ দে ও মোনালিসা বিশ্বাস। এখানে উল্লেখ্য গত ১০ থেকে ১২ অক্টোবর অরুণাচল রাজ্যের ইটানগর শহরে অনুষ্ঠিত হয় ক্যারাটে খেলার জাতীয় পর্যায়ের ত্রি-দিবসীয় রেফারি- জাজেস ট্রেনিং এন্ড এক্সামিনেশন।

উক্ত জাতীয় ত্রি-দিবসীয় ক্যারাটে রেফারি জাজেস ট্রেনিং এন্ড এক্সামিনেশনে যথাক্রমে মুক্তা দেবনাথ, কৃষ্ণ দে ও মোনালিসা বিশ্বাস নামে তিনজন ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন ও অসামান্য দক্ষতা ও কৃতিত্বের সাথে উক্ত জাতীয় রেফারি- জাজেস পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এখানে উল্লেখ্য ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যারাটে ইতিহাসে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার জাতীয় রেফারি - জাজেস পরীক্ষায় কেউ অংশগ্রহণ করলেন ও সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন।জাতীয় লাইসেন্স প্রাপ্ত তিনজন রেফারীর এই বিরল সাফল্যে অল ত্রিপুরা ক্যারাটে রেফারি এন্ড জাজেস অ্যাসোসিয়েশনের তথা ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে সচিব এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

টেস্ট শেষ হতেই মাথায় এক দিনের সিরিজ!

টেস্ট সিরিজ শেষ হতেই শুভমন গিলের মাথায় এক দিনের সিরিজের পরিকল্পনা। মঙ্গলবার দিল্লির মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সিরিজ জিতেছে ভারত। অধিনায়ক হিসাবে নিজের প্রথম টেস্ট সিরিজ জিতেছেন শুভমন। এ বার সামনে অস্ট্রেলিয়া সফর। সেখানে ভারতের এক দিনের দলের নতুন অধিনায়ক শুভমন। সাদা বলের ক্রিকেটে নিজের প্রথম সিরিজ নিয়ে এখন থেকেই মাথা ঘামাতে শুরু করে দিয়েছেন শুভমন। অস্ট্রেলিয়া পৌঁছোনোর আগেই সেই সিরিজের পরিকল্পনা সেরে ফেলতে চাইছেন তিনি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানোর পরেই শুভমনের কাছে প্রশ্ন ছিল, অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পরিকল্পনা কি হয়েছে? জবাবে শুভমন বলেন, “লম্বা বিমানযাত্রা রয়েছে। বিমানেই গৌতি ভাইয়ের (প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর) সঙ্গে আলোচনা সেরে ফেলতে পারব।” শুভমনের কথা থেকে পরিষ্কার, অস্ট্রেলিয়া নেমে নয়, তার আগেই তিনি পরিকল্পনা সেরে ফেলতে চাইছেন।দিল্লিতে ফলো-অন করিয়েও ইনিংসে হারতে পারেনি ভারত। কেন দ্রুত ফলো-অনের সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। শুভমন বলেন, “আমরা প্রায় ৩০০ রান এগিয়ে ছিলাম। ভেবেছিলাম, শেষ দিন যদি ৫০০ রানেও এগিয়ে থাকি এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৬,৭ উইকেট তুলতে হয় তা হলে সমস্যা হতে পারে। সেই কারণেই ফলো-অন করিয়েছিলাম।”

এই সিরিজে পেসার-অলরাউন্ডার হিসাবে নীতীশ কুমার রেড্ডিকে হারিয়েছে ভারত। কিন্তু দু’টি টেস্টেই তাঁকে বিশেষ কিছু করতে হয়নি। দিল্লিতেও বল করেননি। তাঁকে শুধু বিদেশের মাটিতে খেলা ক্রিকেটার হিসাবে তৈরি করতে চায় না ভারতীয় দল। শুভমন বলেন, “আমরা চাই না, ও শুধু বিদেশের মাটিতে খেলা ক্রিকেটার হয়ে থাক। সেই কারণেই ওকে ভারতেও খেলানো হচ্ছে। কারণ, শুধু বিদেশের মাটিতে খেললে ক্রিকেটারের উপর চাপ বেশি পড়ে। আমরা জানি, ও ম্যাচ উইনার। তাই সব পরিবেশেই ওকে খেলাতে চাই।”রবিচন্দ্রন অশ্বিন অবসর নেওয়ার পর ভারতের স্পিন আক্রমণের নেতা রবীন্দ্র জাডেজা। সিনিয়র এই সতীর্থ তাঁকে কতটা সাহায্য করেন সে কথাও জানিয়েছেন কুলদীপ। তিনি বলেন, “জাড্ডু ভাই আমাকে খুব সাহায্য করে। সাধারণত, প্রথম একাদশে না থাকলে সকলে একটু আরাম করে। কিন্তু জাড্ডু ভাই আমাকে একই রকম পরিশ্রম করতে বলে। সব সময় ম্যাচের জন্য তৈরি থাকতে বলে। ওর কথা আমাকে অনুপ্রাণিত করে।”

যশস্বী-রাহুলের চওড়া ব্যাটে সিরিজ ভারতের হেরেও মন জিতল লড়াকু ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভারত সিরিজ জিতবে, একথা জানাই ছিল। কিন্তু সিরিজ জিততে যে এভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে শুভমান গিলদের, সেটা সম্ভবত ক্রিকেটবোদ্ধাদের কেউই আন্দাজ করতে পারেননি। জন ক্যাম্পবেল-শাই হোপদের ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে ভারতের চাপানো ফলো অন সামলে দেবে, ভারতকে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করত নামাবে, এত বড় ভবিষ্যদ্বাণীও কেউ করেননি। ভারত শেষ পর্যন্ত ম্যাচ আর সিরিজ জিতল ঠিকই, তবে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে দাগ কাটল ক্যারিবিয়ানদের মরণপণ লড়াই। ঘরের মাঠে প্রথমবার জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দিতে নেমেছেন শুভমান। তাঁর অধিনায়কত্বে আহমেদাবাদে সিরিজের প্রথম টেস্টে ক্যারিবিয়ান ব্রিগেড কার্যত উড়ে যায়। মাত্র আড়াই দিনে ম্যাচ জিতে নেয় ভারতীয় দল। দ্বিতীয় টেস্টও সেই একইভাবে শেষ হবে বলে ধরে নিয়েছিল ক্রিকেটমহল। তাই তো টেস্ট ম্যাচের থেকেও বেশি ভিড় জমেছিল মুম্বইয়ে রোহিত শর্মার অনুশীলন দেখতে। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটাররা অন্যরকম ভেবেছিলেন। টসের সময়েই ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক জানিয়েছেন, ৯০ ওভার ব্যাট করাই তাঁর লক্ষ্য। ম্যাচ শেষে স্কোরকার্ড বলছে, দুই ইনিংস মিলিয়ে প্রায় ২০০ ওভার ব্যাট করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেটা কি নৈতিক জয়ের থেকে কম কিছু?

দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে ৫১৮ রান তোলেন শুভমান গিলরা। জবাবে ২৪৫ রানে গুটিয়ে যায় ক্যারিবীয় ইনিংস। সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ফলো অন করান শুভমান। কিন্তু ২৭০ রানে পিছিয়ে থেকেও দুরন্ত কামব্যাক করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথমে জন ক্যাম্পবেল, তারপর শাই হোপ-জোড়া সেঞ্চুরিতে ভর করে ইনিংস হার বাঁচিয়ে ফেলে ক্যারিবীয় ব্রিগেড। জয়ের জন্য ভারতকে ১২১ রানের টার্গেট দেন রস্টন চেজরা।

রান তাড়া করতে নেমেও তিন উইকেট খুইয়েছে ভারত। শেষ পর্যন্ত মাথা ঠাণ্ডা রেখে হাফসেঞ্চুরি করে ভারতকে জেতান কে এল রাহুল। এই সিরিজে তিনি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। সবচেয়ে বেশি ২১৯ রান করেছেন যশস্বী জয়সওয়াল। সবচেয়ে সফল বোলার কুলদীপ যাদব, তাঁর ঝুলিতে ১২ উইকেট। আগামী মাসে ঘরের মাঠে টেস্ট চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ খেলবে ভারত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেভাবে ভারতকে ভোগাল, তাতে কি প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে নামার আগে চিন্তার ভাঁজ বাড়াবে না গৌতম গম্ভীরের কপালে?

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওয়ান ডে সিরিজে দুটো সেঞ্চুরি বিরাটের ব্যাটে দেখতে চান হরভজন

মুম্বই: অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওয়ান ডে সিরিজে কি আদৌ ছন্দে পাওয়া যাবে বিরাট কোহলিকে? হরভজন সিংহ মনে করেন তিন মাচের ওয়ান ডে সিরিজে অন্ততপক্ষে দুটো সেঞ্চুরি হাঁকাবে কিং কোহলি। প্রাক্তন ভারতীয় অফস্পিনার মনে করেন অস্ট্রেলিয়ার মাটি বিরাটের জন্য খুবই পছন্দের ও পয়া। তাই সেখানে বড় রান করতে পারবেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। এক সাক্ষাৎকারে হরভজন বলেন, ””’অস্ট্রেলিয়া বিরাটের জন খুব পছন্দের ভেনু। এছাড়া আইপিএলের পর ফের কামব্যাক করতে চলেছে কোহলি। আমি ওকে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। তিনটি ওয়ান ডে মাচে দেখা যাবে কোহলিকে। আমি নিশ্চিত ওই তিনটি মাচের মধে দুটো সেঞ্চুরি বিরাটের ব্যাট থেকে দেখতে পাব।””’উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাটের গড় ৫১.০৪। ২০২৫ আইপিএলের পর বিরাটকে ফের একবার ২২ গজে খেলতে দেখা যাবে আগামী ১৯ অক্টোবর থেকে। ভাজ্জি বলছেন, ””’বিরাটের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন তোলার কিছুই নেই। এই বিষয়ে ও গুরু। সবাই বিরাটকেই অনুসরণ করে এই বিষয়ে। তাই ওর ফিটনেস নিয়ে চিন্তার কিছুই নেই। হয়ত ও অনেকের থেকেই বেশি ফিট। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই মুহূর্তে বিশ্ব ক্রিকেটে অনতম সেরা ফিট প্লেয়ার বিরাট। আমি আগামী অনেকদিন ওকে ওয়ান ডে ফর্মাটে খেলতে দেখতে চাই।””’২০২৫-২০২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরুর আগেই নিজেদের টেস্ট থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন বিরাট ও রোহিত। তবে শাস্ত্রী মনে করেন ২ জনের মধে এখনও ক্রিকেট রয়েছে অনেকটা। তিরাশির বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের প্রাক্তন অলরাউন্ডার বলছেন, ””’অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলতে পছন্দ করে বিরাট ও রোহিত। এর আগে টেস্ট ফর্মাটেও অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দুজনেই ভাল পারফর্ম করেছে। তবে দীর্ঘদিন ধরেই দুজনে খেলছে না। কিন্তু ওদের এখনও রানের খিদে রয়েছে ভীষণভাবে।””’অনদিকে, সংবাদ সংস্থা এক্সজ-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পার্থিব পটেল বলেন, ””’বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা যে ধরণের মানুষ ও প্লেয়ার, ওঁদের গিলের নেতৃত্বে খেলতে কোনও সমস্যা হবে না। বিরাটের দিকে দেখুন, ও যখন কাপ্টেন হয়েছিল, তখন এম এস ধোনি মাচ খেলছিল। ওরা জানে যে কীভাবে একজন তরুণ ক্যাপ্টেনকে গ্রুম করতে হয়। ঠিক তেমনই রোহিত যখন ক্যাপ্টেন হয়েছে, তখন বিরাট প্রাক্তন অধিনায়ক ছিল দলের।””’

ভিনু মানকর ট্রফিতে ত্রিপুরা আজ ছত্তিশগড়ের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অন্ততপক্ষে একটি ম্যাচে জয়ের স্বাদ পেতে চাইছে ত্রিপুরার যুবা ক্রিকেটাররা। ভিনু মানকর ট্রফি ক্রিকেটে ত্রিপুরা আগামীকাল ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে খেলবে। চতুর্থ ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে চাইছে ত্রিপুরা দল ছত্তিশগড় কে হারিয়ে। ছত্তিশগড় অনূর্ধ ১৯ পুরুষ ক্রিকেটাররা কিন্তু প্রথম ম্যাচে ছয় উইকেটের ব্যবধানে চন্ডিগড় কে পরাজিত করে পুরো চার পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। দ্বিতীয় ম্যাচেও দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ৭৪ রানের ব্যবধানে হিমাচল প্রদেশ কে হারিয়ে। তৃতীয় ম্যাচে হায়দ্রাবাদের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে ১০ উইকেটে হেরে কিঞ্চিত পিছিয়ে পড়েছে। এদিকে ত্রিপুরা দল কিন্তু পরপর তিন ম্যাচে যথাক্রমে হিমাচল প্রদেশের কাছে ৯১ রানে এবং হায়দ্রাবাদের কাছে ৮ উইকেটে এবং কর্নাটকের কাছে ২০৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরে পয়েন্ট তালিকায় ছেলেদের অনূর্ধ ১৯ এক দিবসীয় ক্রিকেট তথা ভিনু মানকর ট্রফিতে এলিট গ্রুপ ডি বিভাগে একেবারে সর্বশেষ স্থানে অবস্থান করছে। উল্লেখ্য, ছত্তিশগড় রয়েছে তৃতীয় স্থানে তিন ম্যাচের শেষে ৮ পয়েন্ট পেয়ে।

রোহিত হয়ত আঘাত পেয়েছে ব্যাট হাতেই জবাব দেবে: বাঙ্গার

মুম্বই: ইতালিতে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসেই নিজের শরীরে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। প্রায় ১০ কিলোর মত ওজন ঝড়িয়েছিলেন রোহিত শর্মা। অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছিলেন। এর মধ্যেই তাঁকে আন্তর্জতিক ওয়ান ডে ফর্ম্যাটে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর পরিবর্তে শুভমন গিলকে অধিনায়ক করা হয়েছে। ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার ও বিরাটদের প্রাক্তন বাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার মনে করেন ২০১২ সালে যেমন ক্ষুধার্ত ছিলেন রোহিত, ঠিক সেই রোহিতকেই দেখা যাবে। ২০১১ সালে বিশ্বকাপের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছিলেন হিটমান। তাঁর চোট ও অফফর্মের জন্য ধোনি ও কোচ গ্যারি কার্সনেকে তাঁকে ছাড়াই দল সাজাতে হয়। এরপরই নিজেকে পুরো বদলে জাতীয় দলে কামব্যাক করেন রোহিত। ধোনি যার জন্য ২০১৩ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় রোহিতকে টপ অর্ডারে তুলে নিয়ে আসেন। বাঙ্গার বলছেন, ’২০১১ ওয়ান ডে বিশ্বকাপের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়ার পর রোহিতকে ফিটনেস নিয়ে এতটা খাটতে দেখেছিলাম। এবারও ওকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়াটা ওর খারাপ লেগেছে। আমি নিশ্চিত অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেও অপ্রতিরোধ্য রোহিতকে দেখতে পাব। বাট হাতেই সব জবাব দেবে ও। ২০১২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত দুর্দান্ত কেরিয়ার গিয়েছে রোহিতের। কিন্তু ফিটনেস ইস্যুতে এবার ভীষণ খেটেছে ও। অস্ট্রেলিয়ায় তার ফলও পাবে।””

গোয়ালিয়রে সিনিয়র মহিলা টি-২০

ত্রিপুরা ছত্তিশগড় মুখোমুখি আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা দল আগামীকাল ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে খেলবে। মহিলা সিনিয়র টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা দলের কাছে এটি পঞ্চম ম্যাচ। এ পর্যন্ত চারটি ম্যাচের মধ্যে একটিতে জয়ী হয়ে ত্রিপুরা সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা কিছুটা আত্মবিশ্বাস অর্জন করলেও ছত্তিশগড়ের অবস্থান কিন্তু অনেকটা উঁচুতে। প্রথম ম্যাচে অন্ধ্রকে নয় রানে হারিয়ে, তৃতীয় ও চতুর্থ হয়েছে যথাক্রমে উড়িষ্যা কে ৪৭ রানে এবং হায়দ্রাবাদ কে ৮ উইকেটে হারিয়ে ছত্তিশগড় আপাতত দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে। এদিকে, ত্রিপুরা প্রথম ম্যাচে হরিয়ানার কাছে ৭৬ রানে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ ম্যাচে যথাক্রমে কর্নাটকের কাছে নয় উইকেটে এবং হিমাচল প্রদেশের কাছে ২১ রানে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে হায়দ্রাবাদ কে ৪৮ রানের ব্যবধানে হারিয়ে শিবিরে একটু আশার বাতাবরণ তৈরি করেছিল। আগামীকাল ত্রিপুরা দল জয়ে ফিরতে চাইছে।

কর্তাদের বিরুদ্ধে সুর চড়ানোর শাস্তি, আজীবন নির্বাসিত পাকিস্তানকে অলিম্পিক্স সোনা দেওয়া আরশাদের কোচ

অ্যাথলেটিক্স কর্তাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার শাস্তি আজীবন নির্বাসন। পাকিস্তানের অলিম্পিক্স সোনাজয়ী জ্যাভলিন থ্রোয়ার আরশাদ নাদিমের কোচ সলমন ইকবালকে এই শাস্তি দিয়েছে পাকিস্তান অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন। অভিযোগ, পঞ্জাব অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন ইকবাল। ছাত্রের চিকিৎসা নিয়ে দু’দিন আগে পাকিস্তান স্পোর্টস বোর্ডের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন নাদিমের কোচ। তিনি বলেছিলেন, “পায়ের পেশির চোট সারানোর জন্য কিছু দিন আগে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে নাদিমকে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সময় টোকিয়োয় বেশ গরম এবং আর্দতা ছিল। তার উপর ট্র্যাকও ছিল শক্ত। সব মিলিয়ে নাদিমের পারফরম্যান্সে প্রভাব পড়েছিল।” সুর চড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, অস্ত্রোপচারের পর দক্ষিণ আফ্রিকায় রিহ্যাব করার জন্য নাদিমকে এক বন্ধুর অর্থ সাহায্য নিতে হয়েছিল। স্পোর্টস বোর্ড যথাযথ উদ্যোগ নেয়নি। ওই ঘটনাকে প্যারিস অলিম্পিক্সে সোনাজয়ীর জন্য দুর্ভাগ্যজনক বলেও অভিহিত করেছিলেন। মনে করা হচ্ছে স্পোর্টস বোর্ডকে কাঠগড়ায় তোলার জন্যই কঠিন শাস্তি পেতে হল ইকবালকে। আজীবন নির্বাসনের ফলে পাকিস্তানে অ্যাথলেটিক্স সংক্রান্ত কোনও কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারবেন না ইকবাল। কোনও দলে কোচ হিসাবেও যুক্ত হতে পারবেন না। শাস্তির কারণ হিসাবে অবশ্য বলা হয়েছে, গত অগস্টে নির্বাচনের সময় পাকিস্তান অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সংবিধান লঙ্ঘন করেছিলেন ইকবাল। সেপ্টেম্বরে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নাদিমের খারাপ পারফরম্যান্সের ব্যাখ্যাও তলব করা হয় তাঁর কাছ থেকে। জবাবে পাক স্পোর্টস বোর্ডের বিরুদ্ধে সুর চড়ান ইকবাল। তার পরই তাঁকে আজীবন নির্বাসনের শাস্তি দেওয়া হল। উল্লেখ্য, পঞ্জাব অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিও ছিলেন ইকবাল।

CMYK CMYK

জাগরণ 15 October, 2025, Wednesday আগরতলা ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ইং, ■ ২৮ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রাজস্থানের উদয়পুরে জাতীয় পর্যটন মন্ত্রীদের সম্মেলনে যোগ দিলেন ত্রিপুরার পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

আগরতলা, ১৪ অক্টোবর:কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রাজস্থানের উদয়পুরে আজ থেকে শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী জাতীয় পর্যটন মন্ত্রীদের সম্মেলন। এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য দেশের পর্যটন খাতকে আরও গতিশীল করে তোলা এবং টেকসই পর্যটন, ডিজিটাল রূপান্তর ও রাজ্যভিত্তিক আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্যগুলির প্রচারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সহযোগিতা আরও দৃঢ় করা।

পাশাপাশি, ভারতকে একটি বিশ্বমানের পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার কৌশল নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা চলছে।

দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, পাঞ্জাবের রাজ্যপাল ও চণ্ডীগড়ের প্রশাসক গুলাব চাঁদ কাটারিয়া, এবং রাজস্থানের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা পর্যটন মন্ত্রী দিয়া কুমারী। এছাড়াও, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উপ-রাজ্যপাল এবং পর্যটন দপ্তরের উর্ধতন আধিকারিকরা এই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন।

এই সম্মেলনের মাধ্যমে দেশের পর্যটন শিল্পে নতুন দিশা ও উদ্ভাবনী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রত্যাশা করছে পর্যটন মন্ত্রণালয়।

জিবি হাসপাতালের ৬৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

আগরতলা, ১৪ অক্টোবর : আজ জিবি হাসপাতালের ৬৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আগরতলা সরকার মেডিকেল কলেজের অডিটোরিয়ামে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা ও রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন মিনা রানী সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গীত্যে, মেডিকেল এডুকেশন-এর অধিকর্তা ডঃ এইচ.পি. শর্মা, আগরতলা সরকার মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডঃ অনুপ কুমার সাহা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সদস্য সচিব ডঃ নূপুর দেববর্মা, রক্ত সঞ্চালন পর্ষদের সদস্য সচিব ডঃ বিশ্বজিৎ দেববর্মা এবং জি.বি. হাসপাতালের ডেপুটি সুপার ডঃ কনক চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা রাখতে গিয়ে বিধায়িকা মিনা রানী সরকার বলেন, ১৯৬১ সালের ১৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জি বি হাসপাতাল। আজ এই হাসপাতালের পরিকাঠামো ও সেবার মান ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। আগামী দিনে সকলের সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান আরও সম্মান ও সুনামের সঙ্গে এগিয়ে যাবে। স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গীত্যে জানান, আজই মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জি.বি. হাসপাতালের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দিল্লির এইমস-এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে জিবি হাসপাতালের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি আজ সাধারণ মানুষের কাছে এক নির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

তাছাড়া, জি.বি. হাসপাতালের ডেপুটি সুপার ডঃ কনক চৌধুরী বলেন, প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে হাসপাতাল চত্বরে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি ২৫০০ জন রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। তাঁর কথায়, জিবি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আগামীদিনেও জিবি হাসপাতালের ঐতিহ্যকে এভাবে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে আশাবাদী তিনি। এই অনুষ্ঠান ঘিরে হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ চত্বরে উৎসবমুখর পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়েছে।

দুটি চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে দুই চোরকে আটক করল পুলিশ

আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: গত দুদিন আগে বিজয় সংঘ পুকুরপাড় সংলগ্ন পার্থ লস্করের বাড়িতে ও গতকাল রাম ঠাকুর বালিকা বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দুটি চুরির অভিযোগ লিপিবদ্ধ হওয়ার পরে তদন্তে নেমে দুজন চোরকে আটক করেছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ।।এ বিষয়ে থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ জানিয়েছেন, গত দুদিন আগে পার্থ লস্করের বাড়িতে চোর হানা দিয়েছিল। তেমন কিছু চুরি না হলেও উনার ঘর থেকে উনার মানিব্যাগ চুরি হয়। এছাড়াও গতকাল রাম ঠাকুর বালিকা বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। সেখানে বিদ্যালয়ে থাকা নগদ ২৫ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। এই দুটি ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমে রাজীব কর্মকার নামে এক যুবককে আটক করেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে দীপঙ্কর বসাক নামে অপর যুবককে এই চুরি কাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে আটক করা হয়েছে। তারা দুজনেই ওই দুটি চুরি কাণ্ডে জড়িত ছিল বলে জানিয়েছিল পুলিশ আধিকারিক। তাদের কাছ থেকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে বলে জানিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক।

সারাদেশে বেকারত্বের জ্বালায় ক্ষুব্ধ যুবসমাজ
প্রতিবাদে বিক্ষোভ সভা এআইডিওয়াইও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।।বর্তমানে দেশের যুবসমাজ চরম বেকারত্বের শিকার হয়ে দিশেহারা। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। ফলস্বরূপ, বহু যুবক জীবিকার তাগিদে পরিযায়ী শ্রমিক, গিগ ওয়ার্ক বা এমনকি বেআইনি ও অনৈতিক পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই জ্বলন্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ অর্গানাইজেশন আজ আগরতলায় এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।

এদিনের সভায় সংগঠনের এক নেতৃত্ব বলেন, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে ৭৮টি কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরে প্রায় ১০ লক্ষ শূন্যপদ রয়েছে। রাজ্য সরকারগুলিতেও রয়েছে লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ, যেখানে নিয়োগ প্রক্রিয়া বছরের পর বছর ঝুলে আছে। পাশাপাশি, বেসরকারি আইটি ও উৎপাদন খাতে চলতে থাকা মন্দা পরিস্থিতি কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রবণতা বাড়িয়ে তুলেছে। তাঁর কথায়, দেশের বৃহত্তম কর্মসংস্থান ক্ষেত্র কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত যুবকদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে ভরসার অভাব। প্রতিদিন হাজার হাজার চাষি কৃষিকাজ ত্যাগ করে অন্য পেশায় ঝুঁকছেন, যার পেছনে রয়েছে অব্যবস্থাপনা, লোকসান ও সরকারি সহায়তার অভাব। যেসব নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে, সেগুলিও বারবার নিয়োগ দুর্নীতি এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। ফলত, লক্ষ লক্ষ যোগ্য যুবক প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যেমন উত্তরাখন্ড, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে বেকার যুবকদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ অর্গানাইজেশন দেশজুড়ে সর্বভারতীয় প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ সংগঠনের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনীতে এক বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়। তাঁদের দাবিগুলো হল, সব শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ এবং নতুন পদ সৃষ্টি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, নিয়োগ দুর্নীতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করতে কড়া আইন ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যে সকল ব্যক্তি বা চক্র নিয়োগ দুর্নীতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সার্কেল স্তরের ফিলাটেলিক প্রদর্শনী 'ট্রিপেক্স—২০২৫' আগামী ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর তিনদিনের এই প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: ডাকটিকিট প্রেমীদের জন্য এক বিশেষ আয়োজন নিয়ে হাজির হচ্ছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সার্কেল স্তরের ফিলাটেলিক প্রদর্শনী 'ট্রিপেক্স---২০২৫' আগামী ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর তিনদিনের এই প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সার্কেলের চিফ পোস্টমাস্টার সঞ্জীব রঞ্জন। তিনি বলেন প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য হলো ফিলাটেলি বা ডাকটিকিট সংগ্রহের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি করা, নতুন প্রজন্মের মধ্যে ডাক বিভাগের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া এবং ফিলাটেলিক সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করে তোলা।

ভারতীয় ডাক বিভাগ বহু বছর ধরে রাজ্য, সার্কেল ও জাতীয় পর্যায়ে ফিলাটেলিক প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছে। এবারের এই প্রদর্শনীতে প্রায় দুই হাজার ডাক টিকেট থাকবে। ছয়টি বিভাগে হবে এই প্রদর্শনী।

ত্রিপুরার নীরমহল ,উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, ও ঊনকোটি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে এই প্রদর্শনীতে।

অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের ডাকটিকিট সংগ্রহ প্রদর্শন করবেন এবং বিচারকমণ্ডলী সেরা প্রদর্শনীগুলিকে পুরস্কৃত করবেন।উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যআসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশএর বিভিন্ন জেলা থেকে শিক্ষার্থী, যুবসমাজ, শিক্ষক ও সাধারণ নাগরিকরা এই প্রদর্শনীতে অংশ নিতে পারবেন। তিন দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিদেশের জনপ্রিয় ফিলাটেলিস্টদের মূল্যবান সংগ্রহ প্রদর্শিত হবে। পাশাপাশি প্রকাশিত হবে বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট ও কাভার।প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণগুলির মধ্যে থাকবে ফিলাটেলি বিষয়ক প্রদর্শনী পোস্টার অঙ্কন, চিঠি লেখা ও ফিলাটেলি কুইজ প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন বিভাগে (জুনিয়র, যুব, সিনিয়র) সেরা প্রদর্শকদের পুরস্কার প্রদান করা হবে।চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল আরো জানিয়েছেন, "এই প্রদর্শনী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষকে ফিলাটেলির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করবে এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে ডাক বিভাগের ঐতিহ্যকে জীবন্ত রাখবে।"

কমরেড দশরথ দেবের ২৮তম প্রয়াণ দিবস পালন ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ অক্টোবর: সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়ন ও ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কিংবদন্তি কমিউনিস্ট নেতা দশরথ দেব-এর ২৮তম প্রয়াণ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন।

মঙ্গলবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিন উপস্থিত কর্মী-সমর্থকরা কমরেড দশরথ দেবের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

শ্রদ্ধার্ঘ্য পর্বের পর করুণা রায় স্মৃতি কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ কমরেড দশরথ দেবের জীবন, সংগ্রাম ও রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বিধায়ক দীপংকর সেন, সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব মজুমদার, সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক তাপস দে, সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক বিজয় তিলক, সংগঠনের মহকুমা সম্পাদক সুবল রায়, বিধায়ক অশোক মিত্র, গণআন্দোলনের নেতা ত্রিলোকেশ সিনহা, বাবুল দেবনাথ ও রিপু সাহা, সংগঠনের মহকুমা সভাপতি বিজন পাল সহ বামপন্থী বিভিন্ন গণসংগঠনের অসংখ্য কর্মী-সমর্থক।

দিনদুপুরে চোরের হানা চেবরীতে, কয়েক ঘন্টার জন্যে খালি ঘরেই হাত সাফ করলো চোর

আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: দিনদুপুরে চোরের হানা চেবরীতে। মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে ঘর ফাঁকা পেয়ে দিনদুপুরে দুঃসাহসিক চুরি কাণ্ড সংঘটিত করল চোর। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। রীতিমত চোরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এলাকাবাসী।

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস ধরে খোয়াই শহর জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। তারপর বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে চোরের দল চুরির ঘটনা সংগঠিত করে এখন গ্রাম এলাকাগুলো তো শুরু হয়েছে ছুরি ঘটনা। আজ দুপুরে চেবরী বাজার সংলগ্ন এলাকায় সঞ্জয় রায় ও তার স্ত্রী সকাল সাড়ে ১০ টা নাগাদ ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

যথারীতি দুপুর প্রায় দুটো নাগাদ ঘরে এসে দেখতে পান ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র তছনছ করে গেছে চোরের দল। প্রাথমিকভাবে লক্ষ করা যায়, তার বাড়ি থেকে দুইটি স্বর্ণের বালা এবং প্রায় ১০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চেবরী এলাকা জুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এসআইএস সিকিউরিটি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড কতৃক জিবিপি হাসপাতালে হুইলচেয়ার প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে আজ হুইলচেয়ার দান করলেন এসআইএস সিকিউরিটি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্তৃপক্ষ। জিবিপি হাসপাতালের ৬৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আজ দু"টি হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়। জিবিপি হাসপাতালে রোগীদের পরিষেবা প্রদানের জন্য এই হুইলচেয়ারগুলি ব্যবহার করা হবে।

এই হুইলচেয়ার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন ও বিধায়ক মীনা রাণী সরকার, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডাঃ) অনুপ কুমার সাহা, জিবিপি হাসপাতালের ডেপুটি মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ কনক চৌধুরী, জিবিপি হাসপাতালের আরএমও ডাঃ বিধান গোস্বামী, জিবিপি হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ ও প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ) সঞ্জীব কুমার দেববর্মা এবং এসআইএস সিকিউরিটি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের ত্রিপুরা শাখার ব্রাঞ্চ হেড রাজেশ কুমার শর্মা প্রমুখ। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের পক্ষ থেকে এই হুইলচেয়ার প্রদানের জন্য এসআইএস সিকিউরিটি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

চুরি যাওয়া বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার সহ আটক এক

আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: নেতাজি কলোনির শিব ও কালী মন্দিরে সম্প্রতি সংঘটিত চুরির ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য পেল আমতলী থানার পুলিশ। পুলিশ তদন্তে নেমে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে এবং চুরি যাওয়া বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুরি যাওয়া সামগ্রীর মধ্যে মন্দিরের ধাতব পূজার সামগ্রী, দানপেটি থেকে লোপাট হওয়া নগদ টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী ছিল। চুরি হওয়ার খবর পেয়ে সোমবার রাতেই মন্দির কর্তৃপক্ষ আমতলী থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ খুব দ্রুত অভিযুক্তের হদিস পায় এবং মঙ্গলবার তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পূর্বেও একাধিক চুরির অভিযোগ রয়েছে। তাকে আদালতে তোলা হয়েছে এবং মামলার তদন্ত চলছে।

আগরতলায় তারক ব্রহ্ম কীর্তনীয়া শিল্পী সমিতির তৃতীয় বর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৪ অক্টোবরঃ আগরতলা মুক্তধারা মঞ্চে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হলো তারক ব্রহ্ম কীর্তনীয়া শিল্পী সমিতির তৃতীয় বর্ষ ত্রিপুরা প্রদেশ সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, এদিনের অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কীর্তনীয়া শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী কীর্তন সংস্কৃতির বিকাশ, সংরক্ষণ ও নবপ্রজন্মের মধ্যে এর প্রচার প্রসার ঘটানো। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২৫-কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস, সমিতির সভাপতি, সম্পাদকসহ অন্যান্য কর্ম-কর্তারা।

সাংস্কৃতিক পর্বে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পীরা কীর্তন পরিবেশন করেন, যা দর্শক মহলে প্রশংসা কুড়ায়। অনুষ্ঠানের শেষে বিশিষ্ট শিল্পী ও সংগঠকদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

মুঙ্গিয়াকামী থানার অভিযানে ৫৮০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত, বিলাসবহুল গাড়ি সহ আটক ১

তেলিয়ামুড়া, ১৪ অক্টোবর: গাঁজা পাচার রুখতে ফের বড় সাফল্য অর্জন করল তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুঙ্গিয়াকামী থানার অফিসার-ইন-চার্জ সনেশ দেববর্মার নেতৃত্বে পরিচালিত বিশেষ অভিযানে একাধিক জায়গায় বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র তেলিয়ামুড়া মহকুমা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে চামপ্লাইবাড়ি ও উত্তর মহারানী এলাকায় পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে মোট ৫৮০ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। সঙ্গে দুইটি বিলাসবহুল গাড়ি এবং এক পাচারকারীকে আটক করে পুলিশ।চামপ্লাইবাড়ি এলাকায় একটি গাড়ি থেকে ২১৯ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। সেই গাড়িতে ছিল টেলিকম ডিউটি এবং প্রেস লেখা স্টিকার, পাশাপাশি ২—৩টি ভুয়া নম্বর প্লেট। তদন্তে জানা যায়, গাড়িটির আসল নম্বর টিআর ০১ত্তএ ত্ত০৮৫২। প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিতে পাচারকারীরা সরকারি পরিচয়ের ছদ্মবেশে গাঁজা পরিবহনের চেষ্টা করছিল বলে অনুমান করছে পুলিশ।

অন্যদিকে, উত্তর মহারানী এলাকায় ৩৬১ কেজি গাঁজা সহ সনজিৎ সরকার নামে এক গাড়িচালককে আটক করা হয়। উক্ত গাড়িটি একটি বিলাসবহুল এসইউভি, যার নম্বর টিআর০১- সি — ০৪৮১।

ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোহন কৃষাণ এবং ডি.সি.এম সূরজিৎ দেববর্মা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা অভিযানের তদারকি করেন।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোহন কৃষাণ জানান, এই অভিযান মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানের অংশ। তিনি আরও বলেন, বাজেয়াপ্ত গাঁজাগুলো ত্রিপুরা থেকে বিহারের উদ্দেশ্যে পাচারের পরিকল্পনা ছিল। পুরো চক্রের মূল হোতাদের খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে। এই সফল অভিযানের পর প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ ও সক্রিয় ভূমিকা তেলিয়ামুড়া মহকুমা জুড়ে প্রশংসিত হয়েছে।

রাজ্য সরকার প্রবীণ নাগরিকদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও তাদের কল্যাণে কাজ করছে: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর: প্রবীণ ব্যক্তিরা সমাজের পথপ্রদর্শক। সমাজ ও সভ্যতা কিভাবে চলবে, কিভাবে এগিয়ে যাবে তার অন্যতম পরামর্শদাতা হলেন প্রবীণগণ। তারা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভান্ডার হিসেবে সমাজে পরিচিত। তাই বর্তমান প্রজন্মকে তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। বর্তমান রাজ্য সরকার প্রবীণ নাগরিকদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও তাদের কল্যাণে কাজ করছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিস্কু রায় আজ আগরতলা টাউনহলে আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবস-২০২৫ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ ১ অক্টোবর দিনটিকে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিস্কু রায় বলেন, প্রতিবছর ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবস পালন করা হয়। এবছর ১ অক্টোবর দুর্গোৎসব থাকায় ঐদিন প্রতিটি জেলা ও হোমে দিনটি প্রতীকী হিসেবে পালন করা হয়। তিনি বলেন, মা-বাবারা বহু কষ্ট করে ছেলে-মেয়েদের বড় করেন। সন্তানদের ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে গড়ে তুলেন। অথচ অনেক ছেলে-মেয়ে নিজের মা-বাবাকে দেখে না, খোঁজ খবর রাখে না। আমরা এ ভারত চাইনা। তিনি উপস্থিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন, শুধু আইনী লড়াইয়ে অধিকার রক্ষা পাবে না, অনুরোধ করব আপনারা অন্যায়, অবিচার ও কুসংস্কার সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মকে সচেতন করুন, সৎ পরামর্শ দিন।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল বলেন, এ রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রবীণ ও নবীনদের একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে। আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, প্রবীণরা হলেন জ্ঞানের ভান্ডার। তিনি বর্তমান প্রজন্মকে প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আহ্বান জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায় প্রবীণ নাগরিকদের কোন সমস্যা হলে বিনামূল্যে ১৪৫৬৭ জাতীয় হেল্প লাইনের সুবিধা গ্রহণের অনুরোধ জানান। "দ্য লিগ্যাল প্রভিশনস রিলেটেড টু রাইটস অফ সিনিয়র সিটিজেন" বিষয়ে আলোচনা করেন ডেপুটি ল সেক্রেটারি শঙ্খশুভ্র দত্ত।

অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শ্রেষ্ঠ ৯০ বছর উর্দ্ধ প্রবীণ সম্মান অনুপ্রভা মজুমদারকে, জেলা শ্রেষ্ঠ ৭০ বছর উর্দ্ধ প্রবীণ কর্মজীবন সম্মান প্রমোদ লাল ঘোষকে, জেলা শ্রেষ্ঠ ৬০ বছর উর্দ্ধ প্রবীণ সৃজনকলা সম্মান সুখিনী দেববর্মাকে এবং জেলা শ্রেষ্ঠ ৬০ বছর উর্দ্ধ প্রবীণ সাহসিকতা সম্মান শান্তিরঞ্জন মজুমদারকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

তাদের প্রত্যেককে স্মারক, শাল চাদর, ছাতা ও ৫ হাজার টাকার চেক দিয়ে সম্মান জানানো হয়। এছাড়া এবছর দুর্গাপূজায় যে সকল ক্লাব প্রবীণ নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তুলেছে এর মধ্যে মুক্তি সংঘকে ১ম পুরস্কার, আপনজন সংঘ ক্লাবকে ২য় পুরস্কার এবং চৌমুহনী সংঘকে ৩য় পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। ১ম পুরস্কার অর্জনকারী ক্লাবকে স্মারক, শংসাপত্র, ২০ হাজার টাকার চেক, ২য় পুরস্কার অর্জনকারী ক্লাবকে স্মারক, শংসাপত্র, ১৫ হাজার টাকার চেক এবং ৩য় পুরস্কার অর্জনকারী ক্লাবকে স্মারক, শংসাপত্র ও ১০ হাজার টাকার চেক দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও পশ্চিম জেলার অবলম্বন, অভয়মিশন ও ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অব ত্রিপুরা এই তিনটি হোমকে মেমেন্টো ও শংসাপত্র দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রীসহ অতিথিগণ তাদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরে ২৭৯ জন প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসা করে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা ও পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অরূপ দেব। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এল রাজুল।

নজরুল কলাক্ষেত্রে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল ৫৭তম এনএসএস দিবস

আগরতলা, ১৪ অক্টোবরঃ মঙ্গলবার আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো ৫৭তম এনএসএস দিবস। ত্রিপুরা স্টেট এনএসএস সেল ও যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এই উপলক্ষে এক রাজ্যভিত্তিক পুরস্কার বিতরণী ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

CMYK CMYK